ওয়াজ শিক্ষা

পঞ্চম ভাগ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা, হাদিয়ে জামান, সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী- খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাছছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্ শাহ্ সুফী আলহাজ্জ্ব হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পৌত্র পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর কম্পিউটার ও প্রেস"
হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(মূদ্রণ সন ১৪২২)

মূল্য- ৫০ টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

الحمد لله رب العلمين و الصلوة والسلام

على رسوله سيدنا محمد و اله وصحبه اجمعين

ওয়াজ শিক্ষা

পঞ্চম ভাগ

প্রথম ওয়াজ

রসনার ব্যবহার

(১) ছহিহ বোখারী ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ يَّضْمَنُ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ ☆

'রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য তাহার উভয় দন্ত উৎপত্তিস্থলের মধ্যস্থিত অঙ্গের এবং তাহার উভয় পায়ের মধ্যস্থিত অঙ্গের জামিন হইতে পারে, আমি তাহার জন্য বেহেশতের জামিন হইতে পারি।''

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে মন্দ কথা হইতে, দন্তকে হারাম খাদ্য হইতে এবং নিজের গুপ্তাঙ্গকে ব্যভিচার (জেনা) হইতে রক্ষা করিতে পারে, আমি তাহার বেহেশতের জামিন হইতে পারি।

(২) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقٰى لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقٰى لَهَا بَالًا يَهْوِىْ بِهَا فِى النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ☆

'রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় বান্দা বিনা দ্বিধা ও পরিণাম চিন্তায় আল্লাহতায়ালার সন্তোষজনক একটী কথা বলিয়া থাকে, আল্লাহতায়ালা তজন্য (তাহাকে) বহু উচ্চপদ প্রদান করেন।

আর নিশ্চয়ই বান্দা পরিণাম চিন্তা না করিয়া আল্লাহতায়ালার অসন্তোষজনক একটী কথা বলিয়া থাকে, আল্লাহ তজ্জন্য তাহাকে সূর্য্যের অস্ত ও উদয় স্থলের দূরত্ব অপেক্ষা অধিকতর দোজখের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করেন।

(৩) ছহিহ তেরমেজি ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَصْبَحَ اِبْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّا نَحْنُ بِكَ فَاِنِ

اسْتَقَمْتَ اِسْتَقَمْنَا وَ اِنِ اعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন আদম সন্তান প্রভাত কালে জাগরিত হয়, নিশ্চয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জিহ্বাকে বিনয় করিয়া বলিতে থাকে, তুমি আমাদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালার ভয় কর, নিশ্চয় আমরা তোমার সহচর আছি। যদি তুমি সোজাভাবে থাক, তবে আমরাও সোজাভাবে থাকিব, আর যদি তুমি বক্র হইয়া যাও, তবে আমরাও বক্র হইব।"

(৪) আহমদ ও তেরমেজি ঃ—

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِکْ عَلَيْکَ لِسَانَکَ وَ لْيَسَعْکَ بَيْتُکَ وَ ابْکِ عَلٰى خَطِيْئَتِکَ ☆

"ওকবা বেনে আমের বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলাম, মুক্তি (নাজাত) কিসে হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি নিজের জিহ্বাকে সাবধান রাখ, তুমি নিজের গৃহে অবস্থিতি করা অবলম্বন কর এবং নিজের গোনাহর প্রতি ক্রন্দন কর।"

(৫) তেরমেজি, এবনো-মাজা ও আহমদ ঃ—

قَالَ كُفَّ عَلَيْکَ هٰذَا فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَ اِنَّا الْمُؤَاخِذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْکَ

أُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِى النَّارِ عَلٰى
وُجُوْهِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ ☆

হজরত বলিলেন, তুমি আপনাকে (বাতিল কথা হইতে) রক্ষণাবেক্ষণ কর। ইহাতে তিনি বলিলেন, হে আল্লাহতায়ালার নবী, আমরা যে কথা বলিয়া থাকি, তজ্জন্য সত্যই কি আমরা শাস্তিগ্রস্ত হইব? হজরত বলিলেন, হে মোয়াজ, তোমার মাতা তোমার উপর ক্রন্দন করুক। লোদিগকে তাহাদের জিহ্বা নিঃসৃত বাক্যাবলী ব্যতীত অধোমস্তকে দোজখে নিক্ষেপ করে না।

(৬) শোয়াবোল-ইমান ঃ—

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِى
قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهُ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ
كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ
وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَّكَ فِى السَّمَاءِ
وَنُوْرٌ لَّكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ
بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْوَدَةٌ لِّلشَّيْطَانِ وَ عَوْنٌ
لَّكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِى قَالَ اِيَّاكَ وَ
كَثْرَةَ الضَّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ

بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ ☆

আবুজার্র বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন। হজরত বলিলেন, আমি তোমাকে আল্লাহতায়ালার ভয় করিতে উপদেশ প্রদান করিতেছি, কেননা উহা তোমার সমস্ত কার্য্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবে। আমি বলিলাম, আমাকে আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন। হজরত বলিলেন, তোমার উপর কোর-আন পাঠ ও মহিমান্বিত আল্লাহতায়ালার জেকের জরুরী জান, কেননা ইহাতে আছমানে (ফেরেশতাগণ কর্ত্তৃক) তোমার সমালোচনা করা হইবে এবং জমিনে তোমার জ্যোতিঃ (প্রকাশ) হইবে। আমি বলিলাম, হুজুর আমাকে আরও কিছু নছিহত করুন। হজরত বলিলেন, তোমার পক্ষে অধিক সময় মৌনাবলম্বন করা আবশ্যক, কেননা উহা শয়তান বিতাড়নের কারণ হইবে এবং তোমার দ্বীনের কার্য্যের সহায়তাকারী হইবে। আমি বলিলাম, হুজুর, আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন। হজরত বলিলেন, তুমি অধিক পরিমাণ উচ্চ হাস্য হইতে বিরত থাক (পরহেজ কর), কেননা উহা হৃদয় কঠিন করিয়া দেয় এবং চেহারার জ্যোতিঃ বিনষ্ট করিয়া দেয়। আমি বলিলাম, হুজুর, আমাকে আরও কিছু নছিহত করুন। হজরত বলিলেন, তুমি ন্যায় কথা বল, যদিও উহা কটু (অনুমোদিত) হয়। আমি বলিলাম, হুজুর আমাকে আরও কিছু উপদেশ প্রদান করুন, হজরত বলিলেন, আল্লাহতায়ালা (দ্বীন প্রচার) সম্বন্ধে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের ভয় করিও না। আমি বলিলাম, হুজুর

আমাকে আরও কিছু নছিহতকরুন। তিনি বলিলেন, লোকের উক্ত দোষ বর্ণনা হইতে বিরত থাক, যাহা তোমার নিজের মধ্যে আছে, জানিতে পার।

(৭) শোয়াবোল-ইমান ঃ—

قَالَ يَا اَبَا ذَرِّ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَ اَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ طُوْلُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلْقِ وَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَاعَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا ☆

হজরত (ছাঃ) বলিলেন, হে আবুজার, আমি তোমাকে কি এইরূপ দুইটি রীতির সংবাদ প্রদান করিব না, যাহা পৃষ্ঠের উপর অতি লঘুভার (আমল করা সহজ) এবং পাল্লাতে সমধিক গুরুভার হইবে ? আবুজার্র বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, হাঁ। হজরত বলিলেন, অধিক সময় মৌনাবলম্বন এবং সৎভাব। যে খোদার আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ আছে, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, লোকেরা এই দুই কার্য্যের তুল্য (কোন কার্য্য) করে নাই।

(৮) শোয়াবোল-ইমান ঃ—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ اَفْضَلُ مِنْ عَبَادَةِ سِنِيْنَ سَنَةً ☆

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, মৌনাবলম্বন করার জন্য মানুষের দরজা ৬০ বৎসরের এবাদত অপেক্ষা উত্তম।"

(৯) তেরমেজি, আহমদ ও দারমি ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি মৌনী হইয়াছে, সে ব্যক্তি মুক্তি (নাজাত) প্রাপ্ত হইয়াছে।"

(১০) মালেক ঃ—

اِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ وَ هُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهٗ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ لَهٗ اَبُوْ بَكْرٍ هٰذَااَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ ☆

"নিশ্চয় ওমার (রাঃ) এক দিবস আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)র নিকট এই অবস্থায় উপস্থিত হইলেন যে, তিনি নিজের জিহ্বাকে টানিতে ছিলেন, ইহাতে ওমার (রাঃ) বলিলেন, এইরূপ করিবেন না, খোদা আপানাকে মাফ করুন। তৎশ্রবণে আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, ইহা আমাকে সঙ্কটাপন্ন স্থান সমূহে উপস্থিত করিয়াছে।

(১১) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُتْ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর ইমান আনে, সে যেন ভাল কথা বলে, কিম্বা মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে।"

(১২) কোর-আন ছুরা কাফ, পারা- ২৬ ঃ —

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝

"মনুষ্য যে কোন কথা বলে, তাহার নিকট একজন দৃঢ় রক্ষক আছেন।"

(১৩) ছুরা বালাদ, পারা- ৩০ ঃ—

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝

"আমি কি তাহার জন্য চক্ষুদ্বয় জিহ্বা, অধর ওষ্ঠ স্থির করি নাই এবং তাহাকে দুইটি পথ প্রদর্শন করিয়াছি।"

তফছিরের রুহোল-বায়ান ঃ—

সুক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ বিদ্বানগণ বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার দুইটি চক্ষু ও একটী জিহ্বা প্রদান করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্যের দর্শন অপেক্ষা কথন অল্প হওয়া আবশ্যক। খোদাতায়ালা এক জিহ্বার জন্য অধরদ্বয়কে দুইজন রক্ষক স্বরূপ নিযুক্ত করিয়াছেন, যেন উভয়ে জিহ্বাকে আয়ত্তাধীনে রাখিতে পারে।

এমাম শাফিয়ী বলিয়াছেন, যে সময় কেহ কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করে, তখন সে যেন প্রথমে তাহার বিবেকের নিকট তৎবিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে। যদি বিবেকের বিচারে উক্ত কথা লাভ ভিন্ন পার্থিব বা ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন ক্ষতি না হয়, তবে উহা বলিতে পারে, নতুবা উহা বলা জায়েজ হইবে না। প্রাচীন লোকেরা বলিয়াছেন, যেরূপ বিনাশকারী সর্প গর্ত্তে থাকে, সেইরূপ রসনা একটী বিনাশকারী সর্প, মুখগহ্বরে অবস্থিতি করে।

দ্বিতীয় ওয়াজ
কটু কথা

১। ছহিহ্ বোখারী ও মোছলেম,—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَ قِتَالُهٗ كُفْرٌ ☆

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, মুছলমানকে গালি দেওয়া গোনাহ এবং তাহাকে হত্যা করা কাফেরি কার্য্য।"

(২) ছহিহ্ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ভ্রাতাকে কাফের বলে, নিশ্চয় তাহাদের একজন উক্ত কথার সহিত প্রত্যাবর্ত্তন করিবে।

(৩) ছহিহ্ বোখারি ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَ لَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ اِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهٗ كَذٰلِكَ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর কাফের ফাছেক এবং কাফের শব্দ প্রয়োগ করিলেই যদি উক্ত ব্যক্তি ঐরূপ না হয়, তবে উক্ত কথা প্রথম ব্যক্তির উপর ফিরিয়া আসিবে।"

(৪) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ اَوْ قَالَ عَدُوُّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন লোককে কাফের কিম্বা খোদার শক্র বলিয়া অভিহিত করে, আর শেষোক্ত ব্যক্তি ঐরূপ না হয়, তবে উক্ত কথা প্রথম ব্যক্তির উপর ফিরিয়া আসে।"

(৫) ছহিহ আবুদাউদ ঃ—

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْأً صَعَدَتِ اللَّعْنَةُ اِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تُهْبَطُ اِلَى الْاَرْضِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَاْخُذُ يَمِيْنًا وَّ شِمَالًا فَاِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ اِلَى الَّذِىْ لُعِنَ فَاِنْ كَانَ لِذٰلِكَ اَهْلًا وَ اِلَّا رَجَعَتْ اِلٰى قَائِلِهَا ☆

"আবুদ্দারদা বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লা (ছাঃ) কে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি—নিশ্চয় যখন কোন বান্দা কোন বস্তুর উপর অভিসম্পাত

(লা'নত) প্রদান করে, উক্ত 'লা'নত' শব্দটি আছমানের দিকে উত্থিত হয়, উহার প্রতিকূলে আছমানের দ্বারগুলি আছমানের দিকে উত্থিত হয়, উহার প্রতিকূলে আছমানের দ্বারগুলি রুদ্ধ করা হয়। তৎপরে উক্ত শব্দটি জমিনের দিকে অবতারিত করা হয়, তখন উহার প্রতিকূলে উহার দ্বারগুলি (ছিদ্রগুলি) রুদ্ধ করা হয়, তৎপরে উক্ত শব্দটি ডাহিন ও বাম দিকে ধাবিত হইতে থাকে। যখন উক্ত কথা কোন প্রবেশ পথ প্রাপ্ত না হয়, তখন অভিসম্পাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করে। যদি উহার উপযুক্ত হয়, তবে উহা তাহার উপর পতিত হয়। আর যদি উপযুক্ত না হয় তবে উক্ত কথা অভিসম্পাতকারীর দিকে রুজু করে।"

(৬) তেরমেজি ও আবুদাউদ, ঃ—

لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ وَلَا بِالنَّارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা পরস্পরে আল্লাহতায়ালার লা'নত করিও না, আল্লাহতায়ালার কোপ, জাহান্নাম ও দোজখের বদদোয়া করিও না।"

(৭) তেরমেজি ও বয়হকি ঃ—

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, ঈমানদার ব্যক্তি নিন্দাবাদকারী অভিসম্পাত প্রদানকারী, কটুভাষী ও অশ্লীলভাষী হয় না।

(৮) ছহিহ মোছলেম ঃ —

لَا يَنْبَغِىْ لِصِدِّيْقٍ اَنْ يَّكُوْنَ لَعَّانًا

"হজরত বলিয়াছেন, ছিদ্দিক (ঈমানদার) ব্যক্তির পক্ষে অভিসম্পাত প্রদানকারী হওয়া উচিত নহে।"

(৯) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اِنَّا اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَاءَ وَ لَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন অভিসম্পাত প্রদানকারীরা কেয়ামতের দিবস সাক্ষ্যদাতা ও শাফায়তকারী হইবে না।"

(১০) তেরমেজি ও আবুদাউদ ঃ—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَائَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا تَلْعَنْهَا فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْأً لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ ☆

"হজরত এবনো-আব্বোছ রেওয়াএত করিয়াছেন, নিশ্চয় বায়ু এক ব্যক্তির চাদর টানিয়া লইয়াছিল, ইহাতে সে ব্যক্তি উহার অভিসম্পাত প্রদান করিয়া ছিল, তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, তুমি উহার উপর অভিসম্পাত করিও না, কেন না উহা আদিষ্ট বিষয় (আল্লাহতায়ালার আদেশে পরিচালিত) নিশ্চয় যে ব্যক্তি এরূপ কোন বস্তুর উপর লা'নত প্রদান করে যে, উহা উহার উপযুক্ত নহে, উক্ত লান'ত লানতকারীর উপর ফিরিয়া যায়।"

(১১) ছোনানে-নাছায়ী ঃ—

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ

"হজরত বলিয়াছেন, মুছলমানেরা যে ব্যক্তির রসনা ও হস্তের (অপকারিতা) হইতে নিরাপদে থাকে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুছলমান।"

(১২) ছহিহ বোখারি ও মোসলেম ঃ—

اَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَ مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا اِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ وَ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَ اِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, চারিটী রীতি যাহার মধ্যে থাকিবে, সে ব্যক্তি বিশুদ্ধ কপট হইবে। আর যাহার মধ্যে উক্ত চারিটি রীতির মধ্যে কোন একটী রীতি থাকে, তাহার মধ্যে কপটতার একটী রীতি থাকিবে, যতক্ষণ (না) সে উহা ত্যাগ করে, যখন তাহার নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখা হয়, সে উহা হরণ করে, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে, উহা ভঙ্গ করে এবং যখন কলহ করে, কটু কথা বলে।"

(১৩) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

مَتٰى عَاهَدْتَنِىْ فَحَّاشًا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهٖ ☆

"হজরত বলিলেন, (হে বিবি), তুমি কি আমাকে কোন সময় কটুভাষী দেখিয়াছ? নিশ্চয় লোকে যে ব্যক্তিকে তাহার কটুকথার ভয়ে ত্যাগ করিয়া যায়, সেই ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস আল্লাহতায়ালার নিকট লোকদিগের মধ্যে নিকৃষ্টতম শ্রেণীভূক্ত হইবে।"

(১৪) ছহিহ তেরমেজি ঃ—

مَا كَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا شَالَهُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির মধ্যে অশ্লীল কথা পাওয়া যায়, উহা তাহাকে দোষান্বিত (লাঞ্চিত) করিবে।"

(১৫) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

اِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهٗ فَيَسُبُّ اُمَّهٗ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, লোকের পক্ষে তাহার পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া মহা গোনাহ। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, কোন ব্যক্তি কি নিজের পিতা মাতাকে গালি দিয়া থাকে? হজরত বলিলেন, হাঁ এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির পিতাকে গালি দিয়া থাকে, ইহাতে এই ব্যক্তি তাহার পিতাকে গালি দিয়া থাকে, এক ব্যক্তি অন্যের মাতাকে গালি দিয়া থাকে। ইহাতে এই ব্যক্তি তাহার মাতাকে গালি দিয়া থাকে।"

(১৬) আহমদ ও বয়হকি ঃ—

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَ صَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ فَلَانَةَ تُذْكَرُ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَاتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاِقِطِ وَلَا تُؤْذِىْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِىْ الْجَنَّةِ ☆

"এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় অমুক স্ত্রীলোকের অধিক নামাজ, রোজা ও ছাদকা দানের আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি রসনা দ্বারা নিজের প্রতিবেশীদিগকে কষ্ঠ দিয়া থাকে। হজরত বলিলেন, সে দোজখে যাইবে। সে ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় অমুক স্ত্রীলোকের অল্প রোজা ও ছাদকা ও নামাজের কথা আলোচনা করা হয় এবং নিশ্চয় সে কয়েক খণ্ড পনির দান করিয়া থাকে, আর সে নিজের রসনা দ্বারা তাহার প্রতিবেশীদিগকে কষ্ট দিয়া থাকে না। হজরত বলিলেন, সে বেহেশতে যাইবে।"

তৃতীয় ওয়াজ

মিথ্যা কথা বলা

(১) কোর-আন ছুরা হজ্জ , পারা-১৭ ঃ—

وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ

"এবং তোমরা মিথ্যা কথা হইতে পরহেজ কর।"

(২) কোর-আন ঃ— ছুরা তওবা, পারা-১১ ঃ—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহাতায়ালার ভয় কর এবং সত্য বাদিদিগের সঙ্গী হও।"

(৩) কোর-আন ছুরা বণি ইসরায়ীল, পারা ১৫ ঃ—

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا ۝

"এবং যে বিষয়ে তামার জ্ঞান নাই, তুমি তদ্বিষয়ের অনুসরণ করিও না, নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও অন্তরের প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসিত হইবে।"

এমাম মোহাম্মদ বেনে হানিফা (রঃ) এই আয়তের টীকায় লিখিয়াছেন, তোমরা যাহা না জান, তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিও না।

(৪) কোর-আন ছুরা আহজাব, পারা-২২ ঃ—

يَـاَيُّهَـا الَّـذِيْـنَ اٰمَـنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং সত্য কথা বল, আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদের কার্য্যগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দিবেন এবং তোমাদের জন্য তোমাদের গোনাহগুলি মার্জ্জনা করিয়া দিবেন।"

(৫) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِىْ اِلَى الْبِرِّ وَ اِنَّ الْبِـرَّ يَهْـدِىْ اِلَـى الْـجَـنَّةِ وَ مَـا يَـزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَ يَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَ اِيَّا كُمْ وَ الْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِىْ اِلَى الْـفُـجُـوْرِ وَاِنَّ الْـفُجُوْ رَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ وَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَ يَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা সত্য কথা বলা লাজেম করিয়া লাও, কেননা সত্য কথা বলা সৎকার্য্যের পথ প্রদর্শন করে এবং সৎকার্য্য

বেহেশতের পথ প্রদর্শন করে। এক ব্যক্তি সর্ব্বদা সত্য কথা বলে এবং বলার চেষ্টা করে, এমন কি আল্লাহতায়ালার নিকট সে ব্যক্তি 'ছিদ্দিক' (মহা সত্যবাদী) বলিয়া লিখিত হয়। তোমরা নিজদিগকে মিথ্যা কথা বলা হইতে দূরে রাখ, কেননা মিথ্যা কথা বলা গোনাহের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এবং গোনাহ দোজখের দিকে পথ প্রদর্শন করে। এক ব্যক্তি সর্ব্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলিবার চেষ্টা করে, এমন কি সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া লিখিত হয়।"

(৬) তেরমেজি ঃ—

مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهٗ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهٗ فِىْ وَسَطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهٗ بُنِىَ لَهٗ فِىْ اَعْلَاهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ত্যাগ করে, অথচ উহা বাতিল হয়, তাহার জন্য বেহেশতের এক পার্শ্বে গৃহ প্রস্তুত করা হয়। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ হইয়াও কলহ বিরোধ ত্যাগ করে, বেহেশতের মধ্যভাগে তাহার জন্য অট্টালিকা নির্ম্মান করা হইবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে ভাল করিয়াছে, বেহেশতের সর্ব্বোচ্চস্থানে তাহার জন্য অট্টালিকা প্রস্তুত করা হইবে।"

(৭) তেরমেজি ঃ —

اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যখন বান্দা মিথ্যা কথা বলে, তখন ফেরেশতা উক্ত মিথ্যা কথার দুর্গন্ধের জন্য তাহার নিকট হইতে এক মাইল দূরে চলিয়া যান।"

(৮) আবু দাউদ ঃ—

كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهٖ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهٖ كَاذِبٌ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি তুমি তোমার ভ্রাতাকে এরূপ কথা বল যে, সে তোমাকে সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করে, অথচ তুমি তাহার সহিত মিথ্যা বলিতেছ, তবে মহা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে।"

(৯) মালেক ও বয়হকি ঃ—

قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَيَكُوْنَ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهٗ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا ☆

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে বলা হইয়াছিল, ঈমানদার ব্যক্তি কি ভীরু হয় ? হজরত বলিয়াছিলেন, হাঁ, হইতে পারে। তৎপরে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল ঈমানদার ব্যক্তি কি কৃপণ হইতে পারে ? হজরত বলিয়াছেন, হাঁ হইতে পারে। তৎপরে তাঁহাকে বলা হইয়াছিল, ঈমানদার ব্যক্তি কি মিথ্যাবাদী হইতে পারে ? হজরত বলিয়াছিলেন, না।"

(১০) আহমদ ও বয়হকি ঃ—

يَطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যা ব্যতীত ঈমানদার ব্যক্তি সমস্ত চরিত্রের উপর পয়দা (সৃষ্টি) হইতে পারে।"

(১১) ছহিহ বোখারি ঃ—

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার নামে মিথ্যাভাবে হাদিছ প্রচার করে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখে প্রস্তুত করিয়া লয়।"

(১২) ছহিহ মোছলেম ঃ —

مَنْ حَدَّثَ عَنِّيْ بِحَدِيْثٍ يَرٰى اَنَّه كَذِبٌ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমা হইতে এরূপ একটী হাদিছ বর্ণনা করে যাহা সে মিথ্যা বলিয়া ধারণা করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদিগণের একজন হইবে।"

(১৩) ছহিহ মোছলেম ঃ —

كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন মনুষ্যের পক্ষে মিথ্যা বলার যথেষ্ট (লক্ষণ) এই যে, যাহা কিছু শ্রবণ করে, তাহাই বর্ণনা করে।"

(১৪) তেরমেজি ও এবনো-মাজা ঃ—

اِتَّقُوا الْحَدِيْثَ عَنِّىْ اِلَّا مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ

عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَه' مِنَ النَّارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা যাহা জান, তাহা ব্যতীত আমা হইতে হাদিছ বর্ণনা করা হইতে বিরত থাক, কেননা যে ব্যক্তি জ্ঞাতসারে আমার উপর মিথ্যা কথার আরোপ করে, সে যেন নিজের বাসস্থান দোজখে চেষ্টা করিয়া লয়।"

(১৫) ছহিহ মোছলেম ঃ—

عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ

صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ

مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ

سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجْهَه' وَ لَا اَدْرِىْ مَا اِسْمُه'

يُحَدِّثُ ☆

"হজরত এবনো-মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই শয়তান মনুষ্যের আকৃতিতে মূর্ত্তিমান হইয়া এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হয়, তৎপরে তাহাদের নিকট মিথ্যা কথা প্রচার করে, অবশেষে লোকেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের মধ্যে একজন লোক বলে, আমি এক ব্যক্তিকে হাদিছ বর্ণনা করিতে শ্রবণ করিয়াছি, যাহার চেহারা চিনিতে পারি এবং তাহার নাম কি তাহা জানি না।"

(১৬) ছহিহ মোছলেম ঃ—

يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَمَانِ دَجَالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَاْتُوْنَكُمْ مِنَ الْاَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا اَنْتُمْ وَ لَا اَبَاؤُكُمْ فَاِيَّا كُمْ وَاِيَّا هُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ☆

"শেষ জামানায় কতগুলি প্রবঞ্চক মিথ্যাবাদী লোক হইবে, তাহারা তোমাদের নিকট এরূপ হাদিছ সমূহ আনয়ন করিবে যাহা তোমরা শ্রবণ কর নাই এবং তোমাদের পিতৃগণ (শ্রবণ করেন নাই), তোমরা তাহাদের নিকট গমন করিও না এবং তাহাদিগকে তোমাদের নিকট স্থান দিও না, তাহা হইলে তাহারা তোমাদিগকে ভ্রান্ত করিতে পারিবে না এবং ফাছাদে নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।"

উপরোক্ত হাদিছগুলিতে বুঝা যায় যে, বিনা তত্ত্বানুসন্ধানে যে সে কথাকে হাদিছ বলিয়া প্রচার এবং গ্রহণ করা এবং বাতীল মত প্রচার করা মহা গোনাহ।

(১৭) তেরমেজি ঃ —

اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَلشِّرْكَ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ وَ الْيَمِيْنَ الْغُمُوْسَ وَ مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللّٰهِ يَمِيْنَ صَبْرٍ فَاَلْخَلَ فِيْهَا مِثْلَ جَنَّاحِ بَعُوْضَةٍ اِلَّا جُعَلَتْ نُكْتَةٌ فِىْ قَلْبِهٖ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, মহা গোনাহগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম গোনাহ আল্লাহতায়ালার সহিত অংশী স্থাপন করা, পিতা মাতাকে কষ্ট দেওয়া এবং কোন গত বিষয়ের জ্ঞাতসারে মিথ্যা হলফ করা। যে কেহ আল্লাহতায়ালার নামে মিথ্যা হলফ করে, তৎপরে উহাতে একটী মশকের পালক পরিমাণ (বেশী কথা) যোগ করে, উহা কেয়ামতের দিবস পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে তিলক সৃষ্টি করিয়া দেয়।"

(১৮) আবু দাউদ, তেরমেজি ও আহমদ ঃ—

صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ
شَهَادَةَ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَاَ
فَاجْتَنِبُوْا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ
الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهٖ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের নামাজ পড়িতে লাগিলেন তৎপরে নামাজ শেষ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তিনবার বলিলেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করার তুল্য স্থির করা হইয়াছে। তৎপরে (এই আয়ত) পড়িলেন—"অনন্তর তোমরা প্রতিমাগুলির অপবিত্রতা হইতে বিরত থাক এবং মিথ্যা বলা হইতে বিরত থাক, অন্যান্য সমস্ত দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া আল্লাহতায়ালার দিকে মুখ ফিরাও, তাঁহার সহিত শরিক করিও না।"

(১৯) আবুদাউদ ঃ—

اِنَّ رَجُلًا مِّنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمَوْتَ اِخْتَصَمَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِىْ اَرْضٍ مِّنَ الْيَمَنِ فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَرْضِىْ اِغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْهٰذَا وَ هِىَ فِىْ يَدِهٖ قَالَ هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا وَ لٰكِنْ اُحَلِّفُهٗ وَ اللّٰهُ مَا يَعْلَمُ اَنَّهَا اَرْضِىْ اِغْتَصَبَنِيْهَا اَبُوْهُ فَتَهَيَّا الْكِنْدِىُّ لِلْيَمِيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَقْطَعُ اَحَدٌ مَّالًا بِيَمِيْنٍ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ اَجْذَمُ فَقَالَ الْكِنْدِىُّ هِىَ اَرْضُهٗ ☆

নিশ্চয় কেন্দা বংশের এক ব্যক্তি এবং হাজরামাওত নিবাসী এক ব্যক্তি এয়মনের একখণ্ড জমি সম্বন্ধে (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছিল। হাজরামি লোকটী বলিল, ইয়া রাছুলুল্লাহ, নিশ্চয় ইহার পিতা আমার জমি কাড়িয়া লইয়াছিল, উহা এই ব্যক্তির দখলে আছে। হজরত বলিলেন, তোমার প্রমাণ (সাক্ষী) আছে কি ? সে ব্যক্তি বলিল না, কিন্তু আমি তাহাকে এই হলফ করাইব "খোদার কছম, সে জানেনা যে আমার জমি তাহার পিতা জোর করিয়া দখল লইয়াছিল।" কেন্দা বংশীয় ব্যক্তি হলফ করিতে উদ্যত হইল, ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, যে কেহ হলফ করিয়া কোন সম্পত্তি আত্মসাৎ করে, আল্লাহতায়ালার সহিত কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে। তখন কেন্দী বংশীয় ব্যক্তি বলিল, ইহা তাহার জমি।"

(২০) ছহিহ বোখারি ও মোসলেম ঃ—

خَيْرُ اُمَّتِىْ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ اِنَّ بَعْدَهُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَ لَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَ لَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَ يَنْذُرُوْنَ وَ لَا يَفُوْنَ وَ يَحْلِفُوْنَ وَ لَا يُسْتَحْلَفُوْنَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আমার জামানার লোক, তৎপরে যাহারা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইবে তৎপরে যাহারা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তি হইবে, তৎপরে নিশ্চয় তাঁহাদের পরে এক সম্প্রদায় আসিবে—যাহারা সাক্ষ্য প্রদান করিবে, অথচ তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে না, গচ্ছিত হরণ করিবে, অথচ তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হইবে না, মানসা করিবে, অথচ পূর্ণ করিবে না, হলফ করিবে, অথচ তাহাদিগকে হলফের জন্য ডাকা হইবে না।"

(২১) ছহিহ মোছলেম ঃ—

مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَ حَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهٗ رَجُلٌ وَ اِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَ اِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اِرَاكٍ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হলফ করিয়া কোন মুসলমানের স্বত্ব আত্মসাৎ করিয়া লয়, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার জন্য দোজখ ওয়াজেব করিয়া দেন এবং

তাহার উপর বেহেশত হারাম করিয়া দেন, ইহাতে এক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, যদিও ইহা সামান্য বিষয় হয়, ইয়া রাছুলুল্লাহ। হজরত বলিলেন, যদি এরাক বৃক্ষের একটী শাখাও হয়।"

(২২) ছহিহ বোখারি ঃ —

اَمَّا الرَّجُلُ الَّذِىْ رَأَيْتَه' يُشَقُّ شِدْقُه' فَكَذَّابٌ يُحَدِّثُ بِالْكَذِبَةِ فَتُحْمَلُ عَنْهُ' حَتّٰى تَبْلُغَ الْاٰ فَاقَ فَيُصْنَعُ بِهٖ مَا تَرٰى اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ☆

"হজরত জিবরাইল (আঃ) বলিলেন, কিন্তু আপনি যে ব্যক্তিকে দেখিয়াছেন যে, তাহার গাল কর্ত্তন করা হইতেছে যে, মিথ্যাবাদী অমুলক কথা প্রচার করিত, উহা তাহা কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়া (দুনইয়ার) সমস্ত প্রান্তে পৌছিত। আপনি যে শাস্তি দেখিতেছেন কেয়ামত অবধি তাহার প্রতি উহা করা হইবে।"

(২৩) ছহিহ বোখারি ঃ—

اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَ عُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَ كَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ اَلَا وَ قَوْلُ الزُّوْرِ وَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ ☆

"হজরত বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠতম গোনাহগুলির সংবাদ প্রদান করিব না ? আমরা (ছাহাবাগণ) বলিলাম, হাঁ ইয়া রাছুলুল্লাহ, হজরত বলিলেন, আল্লাহতায়ালার সহিত শরিক করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া। তিনি টেক লাগাইয়া ছিলেন তৎপরে বসিয়া বলিলেন, সাবধান। মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"

চতুর্থ ওয়াজ

পরনিন্দা করা

(১) কোরআন ছুরা হোজরাত, পারা-২৬ ঃ—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ز اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

"হে ইমানদারগণ, তোমরা অধিকাংশ কু-ধারণা হইতে পরহেজ কর, কেননা কতক কু-ধারণা গোনাহ এবং তোমরা পরছিদ্র অনুসন্ধান করিও না এবং তোমাদের একে যেন অন্যের নিন্দাবাদ না করে, তোমাদের কেহ কি নিজ মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ কর ? তোমরা (নিশ্চয়) উহা না পছন্দ করিয়া থাক। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী দণ্ডায়মান।

(২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اِيَّاكُمْ وَ الظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَ لَاتَحَسَّسُوْا وَ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا تَنَاجَشُوْا وَ لَا

تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَ لَاتَدَابَرُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা কু-ধারণা হইতে বিরত থাক কেননা কু-ধারণা সমধিক মিথ্যা কথা হইয়া থাকে, তোমরা পরছিদ্র অন্বেষণ করিও না, একে অন্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিও না, তোমরা একের অন্যের সহিত আকাঙ্খা করিও না একে অন্যের সহিত শত্রুতা করিও না, একে অন্যের নিন্দাবাদ করিও না, এবং তোমরা আল্লাহতায়ালার বান্দাগণ ভাই ভাই হইয়া যাও।"

(৩) তেরমেজি ঃ—

يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَ لَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَ لَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ يَّتَّبِعُ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَ مَنْ يَّتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحُهٗ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهٖ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, হে উক্ত সম্প্রদায়—যাহারা রসনায় মুসলমান হইয়াছে এবং তাহাদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয় নাই, মুসলমানদিগকে কষ্ট দিও না, তাহাদিগকে তিরস্কার করিও না, ও তাহাদের ছিদ্র অনুসরণ করিও না, কেননা যে ব্যক্তি তাহার মুসলমান ভাইর ছিদ্র অনুসন্ধান করে, আল্লাহতায়ালাহ তাহার ছিদ্র অনুসরণ করেন। আর আল্লাহ যাহার ছিদ্র অনুসন্ধান করেন, তাহাকে নিজের বাসস্থানের মধ্যে (লুক্কায়িত) থাকিলেও লাঞ্ছিত করেন।"

(৪) আবুদাউদ ও বয়হকি ঃ—

اِنَّا مِنْ اَرْبَى الرِّبَوا الْاِسْتِطَالَةُ فِىْ عَرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, অন্যায় ভাবে কোন মুসলমানের সম্ভ্রম নষ্ট করা সুদ অপেক্ষা মহা গোনাহ্।"

এমাম গাজ্জালী ইহার মর্ম্মে বলিয়াছেন, এক দেরেম সদু গ্রহণ করা খোদার নিকট ৩৬ বার ব্যভিচার করা অপেক্ষা কঠিনতর গোনাহ্‌ এবং অন্যায় কথা বলিয়া মুসলমানের নষ্ট করা সুদ অপেক্ষা কঠিনতর গোনাহ্।

(৫) আবুদাউদ ঃ—

لَمَّا عَرَجَ بِىْ رَبِّىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نَحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وَ جُوْهَهُمْ وَ صُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰوُلَاءِ يَا جِبْرَائِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَ يَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে সময় আমার প্রতিপালক আমাকে মে'রাজে লইয়া গিয়াছিলেন, আমি এক সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম—তাহাদের নখগুলি তাম্র ছিল, তাহারা তৎসমস্তের দ্বারা নিজেদের মুখ-মণ্ডল ও বক্ষঃ দেশের মাংস ছিন্ন করিতেছিল আমি বলিলাম, হে জিবারাইল, ইহারা কাহারা ? তিনি বলিলেন, ইহারাই লোকের নিন্দাবাদ ও সম্ভ্রম নষ্ট করিত।"

(৬) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَ رَسُوْلُه اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَه وَ اِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّه ☆

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, তোমরা জান কি, গিবত কাহাকে বলে ? তাহারা বলিল খোদা ও তাঁহার রাছুল সমধিক অভিজ্ঞ। হজরত বলিলেন, তোমার ভ্রাতার সম্পর্কে এরূপ কথার আলোচনা যাহা কর যে, সে নাপছন্দ করে, কেহ বলিল আমি যাহা বলি, যদি আমার ভ্রাতার মধ্যে থাকে, তবে কি বলেন ? হজরত বলিলেন, যাহা তোমার ভ্রাতার মধ্যে থাকে, যদি তুমি তাহা বল, তবে তুমি তাহার গিবত (পরনিন্দা) করিলে। আর যাহা তোমার ভ্রাতার মধ্যে না থাকে, যদি তুমি তাহা বল, তবে তুমি তাহার প্রতি 'বোহতান' (মিথ্যা অপবাদ) করিলে।"

(৭) (তেরমেজি, আবুদাউদ ও আহমদ ঃ —

عَنْ عَايِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ لِنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَ كَذَا تَعْنِى قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتُ كَلِمَةً لَوْمُزِجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ☆

"(হজরত) আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আমি নবি (ছাঃ) কে বলিলাম, আপনার পক্ষে যথেষ্ট কলঙ্ক এই যে, (আপনার স্ত্রী) ছফিয়া এইরূপ—এইরূপ অর্থাৎ বেঁটে। ইহাতে হজরত বলিলেন, নিশ্চয় তুমি এরূপ কথা বলিয়াছ যে, যদি উহা সমুদ্রের সহিত মিশ্রিত করা হয়, তবে উহা সমুদ্রকে বিস্বাদ করিয়া ফেলিত।"

(৮) আবুদাউদ ঃ—

لَا يُبَلِّغُنِيْ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِيْ مَنْ اَحَدٍ شَيْأً

فَاِنِّيْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَ اَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমার ছাহাবাগণের মধ্যে কোন একে অন্য হইতে কোন (নিন্দাসূচক) কথা আমার নিকট উপস্থিত না করে, কেননা আমি পছন্দ করি যে, পরিস্কৃত হৃদয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হই।"

(৯) বয়হকি ঃ—

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ كَيْفَ

الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِيْ فَيَتُوْبُ

فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَهٗ وَ اِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ

لَا يُغْفَرُ لَهٗ حَتّٰى يَغْفِرَ هَا لَهٗ صَاحِبُهٗ ☆

'হজরত বলিয়াছেন, পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষা কঠিনতর। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলুল্লাহ, কিরূপে পরনিন্দা ব্যভিচার অপেক্ষা কঠিনতর হইবে ? হজরত বলিলেন, নিশ্চয় এক ব্যক্তি ব্যভিচার করিয়া

তওবা করে, ইহাতে আল্লাহ তাহার তওবা কবুল করিয়া তাহাকে মা'ফ করিয়া দেন। আর পরনিন্দুকের গোনাহ মা'ফ করা হইবে না, যতক্ষণ না যাহার নিন্দা করা হইয়াছে সে তাহাকে মা'ফ করে।"

(১০) শরহোছ-ছুন্নাহ ঃ—

قَالَ مَنِ اغْتِيبَ عِنْدَهٗ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ فَنَصَرَهٗ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ فَاِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَدْرَكَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির নিকট তাহার মুছলমান ভ্রাতাগণের নিন্দা করা হয়, অথচ সেই ভ্রাতার সহায়তা করিতে সক্ষম হয়, তৎপরে সে তাহার সহায়তা করে, আল্লাহ্ দুনইয়া এবং আখেরাতে তাহার সহায়তা করিবেন। আর যদি সে তাহার সহায়তা করিতে সক্ষম হইয়া তাহার সহায়তা না করে, আল্লাহ্ দুনইয়া ও আখেরাতে তাহাকে ইহার প্রতিশোধ প্রদান করিবেন।"

(১১) বয়হকি ঃ—

مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ اَخِيْهِ بِالْمَغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُّعْتِقَهٗ مِنَ النَّارِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মুছলমান ভ্রাতার নিন্দাবাদ হইতে (তাহার) অনুপস্থিতিতে বাধা প্রদান করে আল্লাহতায়ালার পক্ষে তাহাকে দোজখ হইতে মুক্তি প্রদান করা ওয়াজেব হইবে।"

(১২) আবুদাউদ ঃ—

مَا مِنْ اِمْرَئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ اِمْرَأً مُسْلِمًا فِىْ مَوْضَعٍ يُنْتَهَكُ فِيْهِ حُرْمَتُهٗ يُنْتَقَصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهٗ وَ مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضَعٍ يُنْتَقَصُ مِنْ عَرْضِهٖ وَ يُنْتَهَكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهٖ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهٗ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে কোন মুছলমান অন্য মুছলমানকে এরূপ স্থানে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, যে স্থানে তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করা হইতেছে এবং তাহার এজ্জত হ্রাস করা হইতেছে, আল্লাহ এরূপ স্থানে তাহাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন—যে স্থানে সে তাঁহার সহায়তা পছন্দ করিবে। যে কোন মুছলমান অন্য মুছলমানকে এরূপ স্থানে সাহায্য করে—যে স্থানে তাহার সম্ভ্রম নষ্ট করা হইতেছে এবং তাহার এজ্জত হ্রাস করা হইতেছে, আল্লাহ তাঁহাকে এরূপ স্থানে সাহায্য করিবেন, যে স্থানে সে তাহার সহায়তা পছন্দ করিবে।"

(১৩) আবুদাউদ ঃ—

مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِيْ لَحْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَ مَنْ رَمٰى

مُسْلِمًا بِشَیْءٍ یُرِیْدُ بِہٖ شَیْنَہٗ حَبَسَہُ اللّٰہُ عَلٰی جَسْرِ جَھَنَّمَ حَتّٰی یَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন ঈমানদারকে কোন মোনাফেকের (নিন্দাবাদ) হইতে রক্ষা করে, আল্লাহতায়ালা একজন ফেরেশতাকে প্রেরণ করিবেন—যিনি কেয়ামতের দিবস দোজখের অগ্নি হইতে তাহার মাংসকে রক্ষা করিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুছলমানের উপর অপবাদ প্রয়োগ করিয়া তাহার দুর্ণামের আশা করে, আল্লাহ্তায়ালা তাহাকে দোজখের পোলের উপর আবদ্ধ রাখিবেন, এমন কি তাহার নিন্দবাদের শাস্তি গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে।"

(১৪) তেরমেজি ঃ—

مَا اُحِبُّ اَنِّیْ حَکَیْتُ اَحَدًا وَ اَنَّ لِیْ کَذَا وَ کَذَا

"হজরত বলিয়াছেন, যদিও আমার জন্য এত (পার্থিব সম্পদ) হয়, তথাচ আমি একজনের অবস্থার প্রতি বিদ্রূপ করিতে ভালবাসি না।"

(১৫) তেরমেজি ঃ—

لَا تُظْھِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِیْکَ فَیَرْحَمَہُ اللّٰہُ وَیَبْتَلِیْکَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তুমি তোমার ভ্রাতার দুঃখের উপর আনন্দ প্রকাশ করিও না, কেননা খোদা তোমাকে বিপন্ন করিবেন এবং তোমার ভ্রাতার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন।"

(১৬) কোর-আন ছুরা হুমাজা, পারা-৩০ ঃ—

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝

"যে কেহ অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ ও সাক্ষাতে দোষারোপ করে, তাহার পক্ষে 'অয়েল' হইবে।"

(১৭) কোর-আন ছুরা নুর, পারা-১৮ ঃ—

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۝

"নিশ্চয় যাহারা ভালবাসে যে, ঈমানদারগণের সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়া যায়, তাহাদের জন্য দুনইয়া এবং আখেরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে, আল্লাহ জানেন এবং তোমরা অবগত নও।"

(১৮) উক্ত ছুরা (ছুরা নূর), পারা-১৮ ঃ—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ص وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ يَّوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

"নিশ্চয় যাহারা পাক ও গাফেল (অসাবধান) ঈমানদার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ব্যাভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করে, তাহারা দুনইয়া এবং আখেরাতে অভিসম্পাতগ্রস্ত হইবে এবং তাহাদের জন্য মহাশাস্তি হইবে—যে দিবস তাহাদের বিরুদ্ধে তাহাদের রসনা হস্ত ও পদ সকল তাহাদের কৃত কার্য্যের জন্য সাক্ষ্য প্রদান করিবে।"

(১৯) উক্ত ছুরা (ছুরা নূর), পারা-১৮ ঃ—

اَلْخَبِيْثٰتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَ الْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثٰتِ ج وَالطَّيِّبٰتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ ج اُولٰٓئِكَ مُبَرَّءُوْنَ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

"অপবিত্রতা স্ত্রীলোকেরা অপবিত্র পুরুষদিগের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষ লোকেরা অপবিত্রা স্ত্রীলোকের জন্য। আর পবিত্র স্ত্রীলোকেরা পবিত্র পুরুষদিগের জন্য এবং পবিত্র পুরুষেরা পবিত্রা স্ত্রীলোকের জন্য। ইহারা তাহাদের যাহা বলে (যে অপবাদ প্রদান করিয়াছে) তাহা হইতে নির্দ্দোষ, তাঁহাদের জন্য ক্ষমা ও গৌরবজনক জীবিকা আছে।"

(২০) উক্ত ছুরা (ছুরা নূর), পারা-১৮ ঃ—

اِنَّ الَّذِيْنَ جَآءُوْ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ط لَا تَحْسَبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ ط بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ط لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ ج وَالَّذِىْ تَوَلّٰى

كِبْرَهٗ مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝ لَوْلَآ اِذْ

سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ

خَيْرًا ۙ وَّقَالُوْا هٰذَآ اِفْكٌ مُّبِيْنٌ ۝ (الى) اِذْ تَلَقَّوْنَهٗ

بِاَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهٖ

عِلْمٌ وَّتَحْسَبُوْنَهٗ هَيِّنًا ۖ وَّهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ ۝

وَلَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَآ اَنْ نَّتَكَلَّمَ

بِهٰذَا ۖ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ۝

"নিশ্চয় যাহারা মিথ্যা অপবাদ করিয়াছে, তাহারা তোমাদের মধ্যে একদল, তোমরা নিজেদের পক্ষে উহা মন্দ ধারণা করিও না বরং উহা তোমাদের পক্ষে কল্যাণ। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে উক্ত গোনাহ যাহা সে অনুষ্ঠান করিয়াছে। আর যে ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে উহার বৃহৎ অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহার জন্য মহা শাস্তি রহিয়াছে। যখন তোমরা উক্ত অপবাদ শ্রবণ করিলে, তখন কেন ঈমানদার পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা তাহাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা করিল না এবং বলিল না যে, ইহা স্পষ্ট অপবাদ। যখন তোমরা উহা নিজেদের রসনা দ্বারা বাহির করিলে এবং নিজেদের মুখে এইরূপ কথা বলিলে— যাহার সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান নাই, আর তোমরা উহা সহজ ধারণা করিয়াছ, অথচ উহা আল্লাহতায়ালার নিকট গুরুতর বিষয়। যখন তোমরা উহা শ্রবণ করিলে তখন কেন বলিলে না যে, আমাদের পক্ষে উপযুক্ত নহে যে, আমরা ইহা বলিব, ইহা মহা অপবাদ।"

ছহিহ বোখারি, ২/৬৯৬/৭০০ পৃষ্ঠা ঃ—

"হজরত নবি (ছাঃ) বনিল-মোস্তালেফ যুদ্ধে হজরত আএশা (রাঃ) কে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সময় পরদার হুকুম নাজিল হইয়াছিল, আমি হওদার মধ্যে উটের উপর আরোহণ করিতাম এবং উট হইতে নামিতাম। নবি (ছাঃ) জেহাদ সমাপ্ত করিয়া ফিরিলেন, মদিনা শরিফের নিকট এক স্থানে মঞ্জেল করিলেন, হজরত রাত্রিকালে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দিলেন আমি তখন পায়খানায় যাওয়া উদ্দেশ্যে সৈন্যদিগের সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে গেলাম, পায়খানা সমাপন অন্তে আমার উটের নিকট উপস্থিত হইলাম, তৎপরে জানিতে পারিলাম যে, আমার গলার হার ছিন্ন হইয়া পায়খানাস্থলে পড়িয়া গিয়াছে। আমি উহা অনুসন্ধান করিতে গিয়া বিলম্ব করিয়া ফেলিলাম, আমি হার প্রাপ্ত হইয়া মঞ্জেলে আসিয়া দেখি যে, সেনাদল চলিয়া গিয়াছে। তখন আমি নিরূপায় অবস্থায় তথায় এই ধারণায় রহিয়া গেলাম যে, লোক আমার অনুসন্ধানে আসিবে। আমি ঐ অবস্থায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। ছফওয়ান বেনে মোয়াত্তাল পরিত্যক্ত বিষয়ের অনুসন্ধান জন্য সকলের শেষে যাইতেন, তিনি প্রভাতে আমার মঞ্জেলের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি নিদ্রিত মনুষ্যের ভাব বুঝিতে পারিয়া "ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন" শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তাঁহার এই শব্দে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। আমি চাদর দ্বারা নিজের চেহারা ঢাকিলাম, তিনি উট বসাইয়া দিলেন আমি উটের উপরে আরোহণ করিলাম, তিনি উট হাঁকাইতে লাগিলেন, আমরা দ্বিপ্রহারের মহা রৌদ্রে সৈন্যদলের মধ্যে উপস্থিত হইলাম। মোনাফেক আবদুল্লাহ বেনে ওবাই তাঁহাকে ছাফয়ানের উটের উপর দেখিয়া তাঁহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করিল। হামনা বেন্তে জাহশ, হাছ্ছান বেনে ছাবেত এবং মেছতাহ এই অপবাদ প্রচারে তাহার সহযোগিতা করিল। মদিনায় পৌছিয়া তাহারা ইহা হজরতের কর্ণগোচর করিল। হজরত আয়শা (রাঃ) পীড়াগ্রস্তা হইয়া

পড়িলেন এবং এই অপবাদের সংবাদ জানিতেন না। হজরত (ছাঃ) তাঁহার পীড়াকালে সেবার জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু হজরত আয়শা পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার করুণ ব্যবহার না দেখিয়া সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। এক দিবস তিনি মেছতাহের মাতার সহিত পায়খানায় যান, তিনি এই অপবাদের সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করেন, ইহাতে তাঁহার প্রীড়া দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। তৎপরে তিনি উক্ত ঘটনা তদন্ত করা উদ্দেশ্যে হজরতের নিকট নিজের পিতা মাতার বাটীতে যাইতে অনুমতি চাহিলেন, হজরত ইহার অনুমতি প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহার মাতার নিকট বলিলেন, লোকে কি বলে? তদুত্তরে মাতা বলিলেন, তুমি উহাতে দুঃখ করিও না, যদি কোন স্ত্রীলোক নিজের স্বামীর প্রীতিভাজন হয়, আর তাহার কতকগুলি সতীন থাকে, তবে ইহারাই তাহার দুর্ণাম করিয়া থাকে হজরত আএশা (রাঃ) বলিলেন, মাতা ইহা নহে, পুরুষেরা এই অপবাদ প্রচার করিতেছে। তৎপরে তিনি সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার নিদ্রা ত্যাগ পাইয়া গেল, চক্ষের অশ্রু থামিল না। হজরত নবি (ছাঃ) হজরত আলি ও ওছামার নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। হজত ওছামা তাঁহার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করিলেন। হজরত আলি (রাঃ) বলিলেন, আপনি দাসী বারিরাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে আপনাকে সত্য কথা বলিবে। হজরত (ছাঃ) বারিরাকে জিজ্ঞাসা করায় সে তাঁহার পবিত্রতার সাক্ষ্য প্রদান করিল। তখন হজরত (ছাঃ) মিম্বরে উঠিয়া বলিলেন—হে মুছলমানগণ, আব্দুলল্লাহ বেনে ওবাই আমার স্ত্রীর উপর অপবাদ করিতেছে, আমি তাহার পবিত্রতা ব্যতীত কিছুই জানি না এবং ছাফওয়ান পবিত্র লোক, তোমরা এ সম্বন্ধে আমার সহায়তা করিবে কিনা? ইহাতে ছায়াদ বেনে মোয়াজ আবদুল্লাহকে হত্যা করিতে চাহিলেন, কিন্তু ছায়াদ বেনে ওবাদা ইহার প্রতিবাদ করিলেন। অবশেষে তুমুল কলহের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইল। হজরত তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। দুই রাত্রি ও এক দিবস তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে অতিবাহিত

করিলেন, তাঁহার অশ্রুধারা নিবারণ হইল না। হঠাৎ নবি (ছাঃ) তথায় উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে অপবাদ প্রচারিত হওয়ার পর হইতে হজরত তাঁহার নিকট উপবেশন করেন নাই। একমাস পর্য্যন্ত এতৎসম্বন্ধে কোন অহি নাজেল হয় নাই। হজরত বলিলেন, হে বিবি যদি তুমি পাক হও তবে আল্লাহ তোমার পবিত্রতা প্রকাশ করিবেন। আর যদি তুমি গোনাহ করিয়া থাক তবে আল্লাহ তায়ালার নিকট তওবা এস্তেগফার কর, তিনি তোমাকে মাফ করিবেন।

হজরতের এই কথা শ্রবণ করা মাত্র তাহার চক্ষের পানি বন্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি নিজের পিতামাতাকে ইহার উত্তর দিতে বলিলেন, তাহারা বলিলেন, আমরা কোন উত্তর দিতে সক্ষম নহি। অগত্যা হজরত আএশা (রাঃ) বলিলেন, আমি অল্প বয়স্কা স্ত্রীলোক, কোর-আন শরিফ বেশী পড়িতে জানি না, আপনারা যে অপবাদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃঢ় স্থাপন করিয়া লইয়াছেন, আল্লাহ জানেন আমি পাক। এক্ষণে যদি আমি নিজের পবিত্রতার কথা প্রকাশ করি, তবে আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। আর যদি আমি পাক হওয়া সত্ত্বেও উক্ত দোষ স্বীকার করিয়া লই, তবে আপনারা বিশ্বাস করিবেন। এক্ষণে আপনাদের দৃষ্টান্ত হজরত ইয়াকুব নবির নিম্নোক্ত কথা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না।

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُوْنَ

তৎপরে তিনি পার্শ্ব ফিরিয়া শয়ন করিয়া বলিলেন, আল্লাহতায়ালা নিশ্চয় আমার পবিত্রতা অহি দ্বারা না হইলেও স্বপ্নযোগে হজরতকে জানাইবেন। সেই অবস্থাতেই তাঁহার পবিত্রতার সম্বন্ধে কোর-আনের উপরোক্ত আয়তগুলি নাজিল হইয়াছিল।

তফছির-মাদারেক, ৩/২৯ পৃষ্ঠা ও মাদারেজোন্নবুয়ত ২/১৬১ পৃষ্ঠা ,—

"হজরত নবি (ছাঃ) উক্ত অপবাদ প্রচারের পরে হজরত ওমর, ওছমান ও আলি এই ছাহাবা ত্রয়কে এ বিষয়ে কি করা উচিত, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। হজরত ওমার (রাঃ) বলেন, আমি ইহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করি, কেননা আল্লাহতায়ালা মক্ষিকাগুলিকে আপনার পবিত্র দেহে বসিতে নিষেধ করিয়াছেন, যেহেতু উহারা বিষ্ঠা ইত্যাদির উপর বসিয়া থাকে। বিবি আএশা (রাঃ) ব্যভিচারিণী হইলে, সেই খোদা তাঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিনীরূপে নিয়োজিত করিবেন কেন ?

হজরত ওছমান (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা আপনার শরীরে ছায়াপ্রদান করেন নাই, যেহেতু উহা গলিজের উপর পড়িতে পারে। বিবি মজকুরা কলঙ্কিনী হইলে তাহার সহিত খোদা আপনার বিবাহ করাইয়া দিবেন কেন ? হজরত আলি (রাঃ) বলিয়াছিলেন, আপনি একবার নাপাক জুতা সহ নামাজ পড়িতে উদ্যত হইতে ছিলেন, এমতাবস্থায় খোদা হজরত জিবরাইল (আঃ) কে প্রেরণ করিয়া আপনাকে জুতা খুলিয়া নামাজ পড়িতে আদেশ করেন, বিবি মজকুরার স্বভাব মন্দ হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলে খোদা কি তাঁহার সহিত আপনার নেকাহ করার আদেশ দিতে পারেন ? তখন হজরতের মনে শান্তি হয় এবং তিনি লোকদের নিকট অপবাদ করা প্রতিকার প্রার্থী হয়েন।"

(২০) উক্ত ছুরা (ছুরা নূর) পারা- ১৮ ঃ—

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا

بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَاتَقْبَلُوْا

لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ ۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا ۚ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

"আর যাহারা পাক স্ত্রীলোকদিগের উপর ব্যাভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করে, তৎপরে চারিটী সাক্ষী আনয়ন করিতে না পারে, তোমরা তাহাদিগকে ৮০ কোড়া মার এবং কখনও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিও না, এবং তাহারাই গোনাহগার, কিন্তু যাহারা উহার পরে তওবা করিয়াছে এবং সৎকার্য্য করিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াশীল।"

(২১) এহইয়াওল-উলম ঃ—

"একজন লোক হজরতরে নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল হে, হুজুর, আমার পরিজনের মধ্যে দুইটি যুবতী স্ত্রীলোক রোজা রাখিয়াছিল, তাহারা আপনার নিকট উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করিতেছে, আপনি তাহাদের উভয়কে এফতার করিতে অনুমতি প্রদান করুন। হজরত তাহার কথা অগাহ্য করিলেন, তৎপরে সে ব্যক্তি পুনরায় আবেদন করিল। হুজুর এবারেও তাহার কথা অগ্রাহ্য করিলেন। তৎপরে সে ব্যক্তি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল যে, তাহারা মরণাপন্ন হইয়াছে। তখন হজরত বলিলেন, তাহাদের দুইজনকে দুইটি পাত্রে বমন করিতে বল, তাহারা পুঁজ ও রক্ত বমন করিল। হজরত বলিলেন, ইহারা রোজা রাখিয়া পরনিন্দা করিয়াছে, সেই হেতু এই রক্ত মাংশ বমন করিয়াছে। যদি উহা তাহাদের উদরে থাকিত, তবে তাহাদিগকে দোজখের অগ্নি দগ্ধীভূত করিত।

নিম্নোক্ত কয়েক স্থলে নিন্দাবাদ করা জায়েজ

(১) ছহিহ বোখারি ঃ—

اِنَّ عَـايِشَةَ اَخْبَرَتْه' اِسْتَاْذَنَ رَجُلٌ عَنِ النَّبِيِّ صَـلَّـى الـلّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ اِئْذَنُوْا لَه' بِئْسَ اَخُو الْـعَشِيْرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ اَلانَ لَه' الْكَلَامَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ الـلّٰـهِ قُلْـتَ لَهُ الَّذِىْ قُلْتَ ثُمَّ اَلَنْتَ لَهُ الْكَلَامَ قَالَ اَىْ عَـايِشَةُ اِنَّ شَـرَّ الـنَّـاسِ مَنْ تَرَكَه' النَّاسُ اِتِّقَاءَ فُحْشِهِ ☆

"নিশ্চয় (হজরত) আএশা (রাঃ) তাহাকে (ওরওয়াকে) সংবাদ দিয়াছেন, একব্যক্তি (সাক্ষাৎ করা মানসে) নবি (ছাঃ) এর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, ইহাতে হজরত বলিয়াছেন, তাহাকে অনুমতি প্রদান কর, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে উক্ত ব্যক্তি মন্দ। তৎপরে সে উপস্থিত হইলে, হজরত তাহার সহিত নরম কথা বলিলেন। আমি বলিলাম, ইয়া রাছুলুল্লাহ, আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিয়াছেন, তৎপরে তাহার সহিত নরম কথা বলিলেন। হজরত বলিলেন, হে আএশা নিশ্চয় উক্ত ব্যক্তি নিকৃষ্টতম—যাহাকে লোকে তাহার অশ্লীল কথার ভয়ে ত্যাগ করে।"

এমাম বোখারী লিখিয়াছেন, এই হাদিছে বুঝা যায় যে, ফাছাদকারী ও মোনাফেকদিগের নিন্দা করা জায়েজ আছে, উদ্দেশ্য এই যে, লোকে যেন তাহাদের কর্ত্তৃক প্রতারিত না হয়।

ছহিহ বোখারি ঃ—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا اَظُنُّ فُلَانًا وَ فُلَانًا يَعْرَفَانِ مِنْ دِيْنِنَا شَيًاً ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি অমুক অমুকের ধারণা করিনা যে তাহারা উভয়ে আমাদের দ্বীনের সম্বন্ধে কিছু জানে।"

এমাম লাএছ বলিয়াছেন, তাহারা উভয়ে মোনাফেক ছিল, এই হেতু হজরত তাহাদের নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন।

(২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافِىْ اِلَّا الْمُجَاهِرِ يْنَ وَ اِنَّ مِنَ الْـمَجَانَةِ اَنْ يَّعَمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يَصْبِحُ وَ قَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَ كَذَا وَ قَدْ بَاتَ يَسْتُرُه رَبُّهُ وَ يُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, প্রকাশ্য ভাবে গোনাহকারিগণ ব্যতীত আমার সমস্ত উম্মত নিন্দাবাদের অযোগ্য, নিশ্চয় নির্ভীকতা এই যে এক ব্যক্তি রাত্রিতে কোন গোনাহ কার্য্য করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাহার দোষ গোপন করিয়াছিলেন। [illegible] সে ব্যক্তি প্রভাতে বলিতে থাকে, হে অমুক, আমি

বিগত রাত্রে কার্য্য এরূপ করিয়াছিল। নিশ্চয় যখন সে রাত্রি যাপন করিয়াছিল, তখন তাহার প্রতিপালক তাহার দোষ গোপন করিয়াছিলেন আর প্রভাত হইলে সে খোদার পরদাকে ছিন্ন করিয়া ফেলে।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে গোনাহ্ করে, তাহার নিন্দা করিলে, উহা নিষিদ্ধ গিবত হইবে না।

(৩) ছহিহ্ বোখারী মোছলেম ঃ—

اِنَّ هِنْدًا بِنْتَ عَتَبَةَ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ وَ لَيْسَ يُعْطِيْنِىْ مَا يَكْفِيْنِىْ وَ وَلَدِىْ اِلَّا مَا اَخَذْتُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِىْ مَا يَكْفِيْكِ وَ وَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ ☆

"নিশ্চয় আতাবার কন্যা হেন্দা বলিয়াছিল—ইয়া রাছুলুল্লাহ্, নিশ্চয় আবুছুফইয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি, আমি তাহার অজ্ঞাতসারে যাহা কিছু তাহার অর্থ গ্রহণ করি, তদ্ব্যতীত তিনি আমার ও আমার পুত্রের পক্ষে যাহা যথেষ্ট হয়, তাহা আমাকে প্রদান করেন না। ইহাতে হজরত বলিলেন, তোমার ও তোমার পুত্রের পক্ষে ন্যায্যভাবে যাহা যথেষ্ট হয়, তুমি গ্রহণ কর।

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, অত্যাচারের প্রতিকার কল্পে বিচারকের নিকট অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিলে, গোনাহ্ ও নিষিদ্ধ গিবত হয় না।

(৪) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقُلْتُ اِنَّ اَبَا الْجَهْمِ وَ مُعَاوِيَةَ خَطَبَانِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَّا مُعَاوِيَةَ فَصُعْلُوْكٌ وَ اَمَّا اَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ ☆

"ফাতেমা বেনতে কয়েছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, নিশ্চয় আবুল জাহম ও মোয়াবিয়া আমার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, মোয়াবিয়া কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তি, আবুল জাহম কিন্তু নিজের স্কন্ধ হইতে যষ্ঠি নামাইয়া রাখে না (অর্থাৎ স্ত্রীদিগকে অনবরত প্রহার করিয়া থাকে)।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে কেহ কাহারও নিকট বিবাহ ইত্যাদিতে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, অন্য পক্ষের প্রকৃত দোষ প্রকাশ করা জায়েজ হইবে।

শামী ৫ম খণ্ড, ২৮৯/২৯০ পৃষ্ঠা ঃ—

লোকদিগের উদ্ধার করা মানসে বেদয়াত মত প্রচারক আলেমদিগের বা দরবেশদিগের নিন্দাবাদ করা জায়েজ।

যদি কেহ কাহারও নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে যে, আমি অমুক ব্যক্তির সহিত নিকাহের সম্বন্ধ স্থাপন বিদেশ যাত্রা নির্ম্মাণ করিতে কিম্বা তাহার নিকট গচ্ছিত রাখিতে পারি কিনা ? তবে একেক্ষত্রে তাহার হিত কামনায় উক্ত ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করিলে, কোন গোনাহ হইবে না।

যদি কেহ কোন দূষিত বস্তু খরিদ করিতে চাহে, তবে সেই বস্তুর দোষ ক্রয়কারীর নিকট প্রকাশ করিলে, গোনাহ্ হইবে না। এইরূপ যদি কোন খরিদ্দার বিক্রেতাকে মেকি টাকা দেয়, তবে বিক্রেতাকে টাকার দোষের কথা জানাইয়া দিলে, গোনাহ্ হইবে না।

যদি কোন ব্যক্তি নামাজ ও রোজা করে, কিন্তু হস্ত কিম্বা রসনা দ্বারা লোকের ক্ষতি করিয়া থাকে, তবে বাদশাহ্ কিম্বা তাহার পিতার নিকট তাহাকে শাসন করা মানসে তাহার দোষ বর্ণনা করাতে কোন গোনাহ্ হইবে না।

সাক্ষিগণের, রাবিদিগের ও গ্রন্থ প্রণেতাগণের দোষ বর্ণনা করা জায়েজ, বরং শরিয়ত রক্ষার্থে ওয়াজেব।

এমাম নাবাবি রেয়াজোছ-ছালেহিনের ২৭৪/২৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ঃ—

(১) উৎপীড়িত ব্যক্তি বাদশাহ, কাজি কিম্বা বিচারের উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অত্যাচারীর অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতে পারে।

(২) যে ব্যক্তি অসৎ কার্য্য নিবারণ করিতে পারে, তাহার নিকট বলা যাইতে পারে যে, অমুক ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করে, আপনি উহা নিষেধ করিয়া দিন, কুকার্য্য নিবারণ উদ্দেশ্যে ইহা বলা যাইতে পারে, আর এই উদ্দেশ্য না থাকিলে, ইহা হারাম হইবে।

(৩) মুফতির নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করা মানসে বলা যাইতে পারে যে, আমার পিতা, মাতা, ভাই কিম্বা স্বামী আমার প্রতি অত্যাচার করিয়াছে, ইহা কি জায়েজ ? ইহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় কি ? আমার স্বত্ব পাওয়ার উপায় কি ? কিন্তু এইরূপ ক্ষেত্রে নাম না লইয়া বলিলে, ভাল হয়।

(৪) মুছলমানদিগকে লোকের অপকারিতা হইতে সাবধান করা ও তাহাদের হিতকল্পে হাদিছের রাবিদের দোষ বর্ণনা করা জায়েজ, বরং

ওয়াজেব। নেকাহের সম্বন্ধ স্থাপন, এক সঙ্গে বাণিজ্য করণ, কাহারও নিকট গচ্ছিত রাখা এবং কাহারও প্রতিবেশী হওয়া সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রতিপক্ষের দোষগুলি বর্ণনা করা ওয়াজেব। অনুপযুক্ত কাজী ইত্যাদির দোষ উর্দ্ধতন লোকের নিকট প্রকাশ করা জায়েজ।

(৫) যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে গোনাহ কিম্বা বেদয়াত কার্য্য করে, তাহার নিন্দাবাদ করা জায়েজ।

(৬) আরবি احول اعمى احم اعرج اعمش শব্দগুলি কয়েক জন লোকের উপাধি, ইহা দ্বারা তাহাদিগকে চেনা যাইত, ইহার অর্থ চক্ষুরোগ গ্রস্ত খঞ্জ, বধির, অন্ধ, টেরা হইলেও পরিচয়ের উদ্দেশ্যে বলা জায়েজ, কিন্তু ঘৃণা ও দুর্ণাম করা উদ্দেশ্যে উহা বলা হারাম। যদি অন্য শব্দে তাহাকে চেনা যায়, তবে অন্য শব্দ বলা উত্তম।

পঞ্চম ওয়াজ

চোগলখুরী

(১) ছহিহ মোছলেম ঃ—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

"হজরত বলিয়াছেন, চোগলখোর (হিসাব অন্তে) বেহেশতে দাখিল হইবে না।"

(২) আহমদ ও বয়হকি ঃ—

شِرَارِ عِبَادِ اللّٰهِ اَلْمَشَّاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ اَلْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ اَلْبَاغُوْنَ الْبَرَاءَ الْعِلَتَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালার বান্দাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্টতম তাহারা— যাহারা চোগলখুরী করিয়া বেড়ায় বন্ধুগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকে এবং নির্দ্দোষ দোষান্বিত করিতে চাহে (কিম্বা ফাছাদ ও ধ্বংসে নিক্ষেপ করিতে চাহে)।"

দুই দলে দুই প্রকার কথা বলিয়া কলহ ও ফাছাদের সৃষ্টি করাকে চোগলখুরি বলা হয়।

(৩) ছহিহ বোখারি ঃ—

مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنَ فَقَالَ اِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَ مَا يُعَذَّبَانِ فِىْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بُوْلِهٖ وَ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ

يَـمْشِـىْ بِـالـنَّـمِيْـمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّه‘

بِـاثْـنَيْنِ فَغَرَسَ عَلٰى هٰذَا رَاحِدًا وَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا

ثُمَّ قَالَ لَعَلَّه‘ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبِسَا ☆

“রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) দুইটি কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই উভয় শাস্তিগ্রস্ত হইয়াছে। উভয়ে কোন বড় বিষয়ে শাস্তি গ্রস্ত হইতেছে না। (অর্থাৎ উভয়ে এরূপ বিষয়ে শাস্তিগ্রস্ত হইতেছে—যাহা ত্যাগ করা কঠিন ছিল না) কিন্তু এই ব্যক্তি নিজের প্রস্রব হইতে পরিচ্ছন্ন থাকিত না। আর এই (দ্বিতীয়) ব্যক্তি ফাছাদ সৃষ্টি করা উদ্দেশ্যে একজনের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া বেড়াইত।”

তৎপরে তিনি একখানা তাজা খোর্ম্মা শাখা তলব করিলেন, উহা দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া একখণ্ড এক কবরের উপর এবং দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় কবরের উপর পুতিয়া দিলেন। তৎপরে বলিলেন, বিশেষ সম্ভব যে, যতক্ষণ উক্ত শাখাদ্বয় শুষ্ক না হয় ততক্ষণ উভয়ের শাস্তি কম করা হইবে।”

(৪) ছুরা কালাম, পারা-২৯ ঃ—

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ

بِنَمِيْمٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝ عُتُلٍّ بَعْدَ

ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۝

"এবং তুমি কোন এরূপ ব্যক্তির কথা মান্য করিও না যে বহু শপথকারী, লাঞ্ছিত, নিন্দুক, চোগলখুরী উদ্দেশ্যে ভ্রমণকারী, সৎকার্য্যের নিষেধকারী, সীমা অতিক্রমকারী, গোনাহগার, কঠোর প্রকৃতি, তৎপরে হারামজাদা হয়।"

এই আয়তে অনেকগুলি অসৎ স্বভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে চোগলখুরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

(৫) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ

الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা কেয়ামতের দিবস উক্ত দুই মুখ লোককে দেখিতে পাইবে—যে একদলের নিকট এক ভাবে এবং অন্য দলের নিকট অন্যভাবে আসিয়া থাকে।"

(৬) দারমি ঃ—

مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ

الْقِيٰمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনইয়াতে দুই-মুখ হইবে, কেয়ামতে তাহার জন্য অগ্নির দুইটি জিহ্বা হইবে।"

(৭) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

لَيْسَ الْكَذَّبُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

وَ يَقُوْلُ خَيْرًا وَ يَنْمِىْ خَيْرًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন যে ব্যক্তি লোকের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাইয়া দেয় এবং উৎকৃষ্ট কথা বলে ও উৎকৃষ্ট কথা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়, সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।"

(৮) কোর-আন, ছুরা বাকারাহ, পারা-২ ঃ—

وَ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج

"এবং ফাছাদ হত্যা করা অপেক্ষা কঠিতর (গোনাহ)।"

(৯) ছুরা রা'দ, পারা-১৩ ঃ—

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ م بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ

وَيَقْطَعُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى

الْاَرْضِ لا اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ ۝

"এবং যাহারা আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকারকে উহা দৃঢ় করার পরে ভঙ্গ করে, আল্লাহতায়ালা যে বিষয়ের মিলন করার আদেশ করিয়াছেন, উহা বিচ্ছেদ করে এবং জমিতে ফাছাদ সৃষ্টি করে, তাহাদের জন্য অভিসম্পাত এবং তাহাদের জন্য মন্দ গৃহ আছে।"

(১০) ছুরা হোজরাত, পারা- ২৬ ঃ—

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ م بِنَبَاٍ

فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا م بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى

مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ যদি তোমাদের নিকট কোন ফাছেক (নিন্দুক) কোন সংবাদ লইয়া আসে, তবে তোমরা তত্ত্বানুসন্ধান কর, (এমন যেন না হয় যে) তোমরা অজ্ঞাতসারে কোন সম্প্রদায়ের অপকার করিয়া ফেলে, ইহাতে তোমরা তোমাদের কৃতকার্য্যের জন্য অনুশোচনাকীর হয়।"

তফছিরে-জালালাএনে হজরত নবি (ছাঃ) ওলিদ বেনে আকাবাকে 'বনিল-মোছতাকেল' সম্প্রদায়ের দিকে জাকাত আদায় করা উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাহিলিএতের জামানায় এই অলিদ ও উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা ছিল, পাছে তাহারা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে, এই ভয়ে অলিদ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট প্রকাশ করিলেন যে, উক্ত সম্প্রদায় জাকাত প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাহাকে হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে। ইহাতে নবি (ছাঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেই সময় কোর-আন শরিফের উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়। ইহার পরে হজরত (ছাঃ) খালেদকে উক্ত সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করেন, তিনি তথায় গিয়া তাহাদের আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না, ইনি হজরতের নিকট এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।" ইহাতে বুঝা যায় যে, চোগলখোর কোন কথা বলিলে সত্য মিথ্যা তদন্ত করা ব্যতীত তাহার কথা মত কার্য্য করা জায়েজ নহে।

বোজর্গানে দ্বীন বলিয়াছেন, যখন কোন লোক তোমার নিকট কোন সংবাদ আনয়ন করে যে, তোমাকে অমুক ব্যক্তি এইরূপ বলিয়াছে কিম্বা তোমার সম্বন্ধে এইরূপ করিয়াছে তখন তোমার প্রতি ছয়টি বিষয় পালন করা ওয়াজেব—

প্রথম এই যে, তুমি তাহাকে সত্যবাদী জানিও না কেননা খোদাতায়ালা তাহাকে ফাছেক বলিয়াছেন। দ্বিতীয় তাহাকে এইরূপ চোগলখুরী করিতে নিষেধ কর, কেননা উহা অসৎ কার্য্য এবং অসৎ কার্য্য করিতে নিষেধ করা ওয়াজেব। তৃতীয় তুমি তাহাকে শত্রু জানিবে, যেহেতু খোদাতায়ালা তাহাকে শত্রু জানেন।

চতুর্থ যে মুছলমান ভ্রাতার কথা তোমার নিকট আনয়ন করিয়াছে, তুমি তাহার উপর কু-ধারণা করিও না, কেননা কতক ধারণা গোনাহ সৃষ্টি করে।

পঞ্চম, উক্ত সংবাদের গুপ্ত অনুসন্ধান করিও না, কেননা গুপ্ত অনুসন্ধান করা নিষিদ্ধ।

ষষ্ঠ, চোগলখোর যাহা কিছু বলে, তদনুযায়ী কার্য্য করিও না।

(১১) আখলাকে-মোহছনি, ১০৮ পৃষ্ঠা ঃ—

এছফেহানের একজন আমির গোলাম খরিদ করা মানসে বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইল। বিক্রেতা বলিল, এই গোলামের মধ্যে এই একটী দোষ আছে যে, সে চোগলখুরী করিয়া থাকে। আমির বলিল, চোগলখুরী কি ক্ষতি করিবে? তৎপরে সে তাহাকে খরিদ করিল। কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে, গোলাম আমিরের স্ত্রীকে বলিল, খাজা তোমাকে ভালবাসে না এবং অন্য স্ত্রীলোকের সহিত নেকাহ্ করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে। তৎশ্রবণে বিবি বিব্রত ও বিচলিত হইল। গোলাম বুঝিতে পারিল যে, সে তাহার কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে। তখন গোলাম বলিল, তুমি কি ইচ্ছা কর যে, খাজা তোমাকে ভালবাসে? সে বলিল হাঁ। গোলাম বলিল আমি ভালবাসা আনয়ন করার মন্ত্র জানি। যখন খাজা নিদ্রিত থাকিবে, তখন একখানা ধারাল ক্ষৌর দ্বারা তাহার থুৎনির নিম্নেদেশ হইতে কয়েকটি কেশ কর্ত্তন করিয়া লইয়া আমাকে দিলে, আমি তদুপরি মন্ত্র পাঠ করিব, তাহা হইলে আজই তোমার প্রেমে মাতোয়ারা হইবে। বিবি বলিল, আমি অদ্যই তাহা করিব। গোলাম আমিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে খাজা, তোমার রুটীলবণ খাইয়াছি, কাজেই আমি একটী সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, উহা তোমার নিকট প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি, যেন তুমি অসাবধান না থাক। খাজা বলিল, সে কি সংবাদ? গোলাম বলিল, তোমার বিবি একটী উপপতির প্রেমে পড়িয়া তোমাকে হত্যা করার দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে, যদি তুমি আমার কথার সত্যতা জানিতে ইচ্ছা কর, তবে

তুমি বাটীতে গিয়া নিজেকে নিদ্রিত ভাবাপন্ন করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে কি ব্যাপার সংঘটিত হয়, তাহা বুঝিতে পারিবে। খাজা বাটীতে গিয়া দ্বিপ্ররের খাদ্য ভক্ষণ করিয়া বালিশ লইয়া নিদ্রার ভান করিয়া রহিল। বিবি স্বামীকে নিদ্রিত ধারণায় ক্ষৌর হস্তে ধারণ পূর্ব্বক খাজার দাড়ি উচ্চ করিয়া কয়েকটি কেশ কর্ত্তন করিতে সঙ্কল্প করিল। খাজা চক্ষু খুলিয়া উহা দর্শন করিয়া ধারণা করিল যে, স্ত্রী তাহাকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছে, অমনি সে লম্ফ প্রদান করিয়া তাহার হস্ত দৃঢ়ভাবে ধরিল এবং তাহার হস্ত হইতে ক্ষৌরখানা কাড়িয়া লইয়া তাহার মুণ্ডপাত করিয়া ফেলিল। স্ত্রীর অভিভাবক খাজাকে ধৃত করিয়া উহার প্রতিশোধ হত্যা করিল। চোগলখুরীর জন্য এই একটি সংসার উৎসন্ন হইয়া গেল।

(১২) আরও উক্ত পৃষ্ঠা ঃ—

"হজরত মুছা (আঃ) অনাবৃষ্টিতে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় বনি-ইছরাইলীদীগের শরিফগণকে সঙ্গে লইয়া বারিপাতের জন্য বাহির হইয়া চারি রাত্র দিবা দোয়া করিতে লাগিলেন, কিন্তু দোয়া কবুল হওয়ার কোন নমুনা প্রকাশিত না হওয়ায় তিনি খোদার নিকট রোদন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে খোদা চারি রাত্রি দিবা তোমার নিকট দোয়া করিতেছি, কিন্তু উহা কবুল হইল না কেন? আল্লাহ তায়ালা সংবাদ পাঠাইলেন, যদি তুমি ৪০ দিবস দোওয়া কর, তবুও উহা কবুল হইবে না, কেননা তোমার সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন চোগলখোর আছে, তাহার বদির জন্য দোওয়া কবুল হইতেছে না। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, হে খোদা, আমাকে বলিয়া দাও যে, সেই চোগলখোর কে? তাহা হইলে তাহাকে তওবা করাইতে পারি। আল্লাহতায়ালা বলিলেন, আমি চোগলখুরিকে নাপছন্দ করি, কাজেই নিজে কিরূপে চোগলখুরি করিব ? তুমি নিজের সমস্ত সম্প্রদায়কে চোগলখুরি হইতে তওবা করিতে বল, তাহা হইলে এস ব্যক্তিও তওবা করিবে। তিনি সকলকে তওবা করিতে বলিলেন, ইহাতে সকলেই তওবা করিল, অমনি মেঘ হইতে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হইল।"

ষষ্ঠ ওয়াজ

ওয়াদা পূর্ণ করা

(১) কোরআন ছুরা মায়েদা, পারা-৬ ঃ—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۝

"হে ঈমানদারগণ তোমরা অঙ্গীকার সকল পূর্ণ কর।"

(২) ছুরা রা'দ, পারা-১৩ ঃ—

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝ الَّذِيْنَ
يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ۝
وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ
۝ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ
وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا
وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ
يَّدْخُلُوْنَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ
وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ

"জ্ঞানিগণ ব্যতীত উপদেশ গ্রহণ করে না, যাহারা আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার পূর্ণ করে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না, আল্লাহতায়ালা যাহা মিলন করার আদেশ করিয়াছেন তাহা মিলন করিয়া থাকে, তাহাদের প্রতিপালকের ভয় করে, হিসাবের অপকারিতার অশঙ্কা করে, তাহাদের প্রতিপালকের সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকে, নামাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে যাহা জীবিকা প্রদান করিয়াছি, তাহা গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করিয়া থাকে এবং অসদ্ব্যবহারের প্রতিফলে সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য পরকালের গৃহ আদন বেহেশ্‌ত আছে, তাহারা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং তাহাদের পিতৃগণের, স্ত্রীগণের ও সন্তান-সন্ততিগণের মধ্যে যাহারা সজ্জন হইয়াছে, (তাহারাও উহাতে প্রবেশ করিবে)।"

(৩) কোর-আন বণি ইসরাইল, পারা-১৫ ঃ—

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ۝

"এবং তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ কর, নিশ্চয় অঙ্গীকার জিজ্ঞাসিত হইবে।"

(৪) কোর-আন ঃ—

بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ

"এবং তোমরা আল্লাহতায়ালার অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন তোমরা অঙ্গীকার কর।"

(৫) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اٰيَةُ الْمُنٰفِقِ ثَلَاثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَ اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَ اِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ اِنْ صَامَ وَ صَلّٰى وَ زَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, মোনাফেকের লক্ষণ তিনটি, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন অঙ্গীকার করে, ভঙ্গ করে এবং যখন তাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, হরণ করে। যদিও সে রোজা করে, নামাজ পড়ে এবং ধারণা করে, নিশ্চয় সে মুছলমান।"

(৫) বয়হকি :—

لاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যাহার অঙ্গীকার বজায় না থাকে, তাহার দ্বীন পূর্ণ হয় নাই।"

((৭)) আবু দাউদ ও বয়হকি :—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِىْ اُمِّىْ يَوْمًا وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَاعِدٌ فِىْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ اُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَا اَرَدْتِ اَنْ تُعْطِيْهِ "قَالَتْ اَرَدْتُّ اَنْ اُعْطِيَهُ" تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذِبَةٌ ☆

"আবদুল্লাহ বেনে আমের বলিয়াছেন ((হজরত)) রাছুলুল্লাহ ((ছাঃ))

আমাদের গৃহে উপবিষ্ট ছিলেন, এমতাবস্থায় আমার মাতা আমাকে এক দিবস ডাকিয়া বলিলেন, তুমি আইস, আমি তোমাকে (কিছু) দিব। ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাকে বলিলেন, তাহাকে কি বস্তু দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলে ? তিনি বলিলেন, তাহাকে কোন ফল দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। তখন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তাহাকে বলিলেন, সাবধান ! যদি তুমি তাহাকে কিছু না দাও তবে তোমার উপর একটি মিথ্যা লিখিত হইবে।"

(৮) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম :—

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ اَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَائَيْنِ

هَضْرَمِيِّ فَقَالَ اَبُوْبَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهٗ عَلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ اَوْ كَانَتْ لَهٗ قِبَلَهٗ عِدَةٌ

فَلْيَاْتِنَا قَالَ جَابِرٌ قُلْتُ وَعَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّعْطِيَنِىْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا

فَبَسَطَ يَدَيْهِ بِهٖ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَحَثٰى لِىْ

حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ قَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا

"(হজরত) জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, যখন (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এন্তেকাল করেন এবং (হজরত) আবু বকরের (রাঃ) নিকট আলা-বেনেল হাজরামির পক্ষ হইতে টাকা-কড়ি পৌঁছিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, (হজরত) নবি (ছাঃ) এর উপর যাহার কিছু প্রাপ্য থাকে কিম্বা হজরতের পক্ষ হইতে তাহার জন্য কোন প্রতিশ্রুতি থাকে, সে যেন আমার নিকট উপস্থিত হয়। (হজরত) জাবের বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) আমার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন যে, আমাকে এই পরিমাণ, এই পরিমাণ এবং এই পরিমাণ (টাকা) প্রদান করিবেন এবং তিনি নিজের হস্তদ্বয় তিনবার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। জাবের বলিয়াছেন, ইহাতে উক্ত খলিফা দুই হস্ত পূর্ণ করিয়া আমাকে (টাকা) দিলেন, আমি উহা গণনা করিয়া দেখি যে, পাঁচ শত (দেরম) হইয়াছে। (হজরত) আবুবকর (রাঃ) বলিলেন, তুমি ইহার দ্বিগুণ গ্রহণ কর।"

(৯) আবুদাউদ ও তেরমেজি ঃ—

اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَ مِنْ نِيَّتِهٖ اَنْ يَّفِىَ لَهٗ

فَلَمْ يَفِ وَ لَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি নিজের ভ্রাতার সহিত ওয়াদা করে, অথচ তাহার উহা পূর্ণ করার ইচ্ছা ছিল, তৎপরে সে (কোন ওজর বশতঃ) উহা পূর্ণ করিতে পারিল না এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসে আগমন করিল না, তাহার পক্ষে কোন গোনাহ হইবে না।"

(১০) ছহিহ মোছলেম ঃ—

لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَا اِسْتِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرْفَعُ

لَهٗ بِقَدْرِ غَدْرِهٖ وَ لَا غَادِرَ اَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ اَمِيْرِ عَامَّةٍ

"হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর পক্ষে কেয়ামতের দিবস তাহার নিতম্বের নিকট এক একটী পতাকা থাকিবে, তাহার জন্য তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পরিমাণ উক্ত পতাকা উচ্চ হইবে। সর্ব্বসাধারণের (নিয়োজিত) আমিরের সহিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী আর কেহ নাই।

(১১) ছহিহ্ বোখারি ঃ—

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلَاثَةٌ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اُعْطِىَ بِىْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَاَكَلَ ثَمَنَهٗ وَرَجُلٌ اِسْتَاجَرَ اَجِيْرًا فَاسْتَوْفٰى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِهٖ اَجْرَهٗ ☆

"আল্লাহতায়াল বলিয়াছেন, আমি কেয়ামতের দিবস তিন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব। (১) যে ব্যক্তি আমার নিকট মনসা করায় মনস্কামনা প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎপরে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছে। (২) যে ব্যক্তি কোন আজাদ (স্বাধীন) লোককে বিক্রয় করিয়া উহার মূল্য গ্রাস করিয়াছে। (৩) যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে শ্রমকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে পূর্ণভাবে কার্য্য করাইয়া লইল, অথচ সে তাহার বেতন প্রদান করিল না।"

(১২) ছহিহ বোখারি ১/৩০৬ ঃ—

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِىْ

اِسْرَائِيْلَ اَنْ يُّسْلِفَهُ اَلْفَ دِيْنَارٍ فَقَالَ ائْتِنِىْ

بِالشُّهَدَاءِ اُشْهِدُهُمْ فَقَالَ كَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا فَقَالَ

فَاْتِنِىْ بِالْكَفِيْلِ قَالَ كَفٰى بِاللّٰهِ كَفِيْلًا قَالَ صَدَقْتَ

فَدَفَعَهَا اِلَيْهِ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَخَرَجَ فِى الْبَحْرِ

فَقَضٰى حَاجَتَهُ ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ

لِلْاَجَلِ الَّذِىْ اَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا فَاَخَذَ خَشَبَةً

فَنَقَرَهَا فَاَدْخَلَ فِيْهَا اَلْفَ دِيْنَارٍ وَصَحِيْفَةً مِنْهُ اِلٰى

صَاحِبِهٖ ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضَعَهَا ثُمَّ اَتٰى بِهَا اِلَى الْبَحْرِ

فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ تَعْلَمُ اِنِّىْ كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا

اَلْفَ دِيْنَارٍ فَسَاَلَنِىْ كَفِيْلًا فَقُلْتُ كَفٰى بِاللّٰهِ كَفِيْلًا

فَرَضِیَ بِکَ فَسَالَنِیْ شَهِیْدًا فَقُلْتُ كَفٰی
بِاللّٰه شَهِیْدًا فَرَضِیَ بِکَ وَ اِنِّیْ جَهَدْتُّ اَنْ اَجِدَ
مَرْكَبًا اَبْعَثُ اِلَیْهِ الَّذِیْ لَهٗ فَلَمْ اَقْدِرْ وَاِنِّیْ اِسْتَوْدَعْتُکَهَا
فَرَمٰی بِهَا فِی الْبَحْرِ حَتّٰی وَلَجَتْ فِیْهِ ثُمَّ اِنْصَرَفَ
وَهُوَ فِیْ ذٰلِکَ یَلْتَمِسُ مَرْكَبًا یَخْرُجُ اِلٰی بَلَدِهٖ
فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِیْ كَانَ اَسْفَلَهٗ یَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا
جَاءَ بِمَالِهٖ فَاِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِیْ فِیْهَا الْمَالُ فَاَخَذَ هَا
لِاَهْلِهٖ حَطَبًا فَلَمَّا نَشَرَ هَا وَجَدَ الْمَالَ وَ الصَّحِیْفَةَ
ثُمَّ قَدِمَ الَّذِیْ كَانَ اَسْفَلَهٗ فَاَتٰی بِالْاَلْفِ دِیْنَارٍ قَالَ
وَ اللّٰهُ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِیْ طَلَبِ مَرْكَبٍ لِاٰتِیَکَ
بِمَالِکَ فَمَا وَ جَدْتُّ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِیْ اَتَیْتُ
فِیْهِ قَالَ هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ اِلَیَّ شَیْأً قَالَ اُخْبِرُکَ
اِنِّیْ لَمْ اَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِیْ جِئْتُ بِهٖ قَالَ فَاِنَّ
اللّٰهَ قَدْاَدّٰی عَنْکَ الَّذِیْ بَعَثْتَ فِی الْخَشَبَةِ
فَانْصَرَفَ بِالْاَلْفِ دِیْنَارٍ رَاشِدًا☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় তিনি বনি-ইছরাইল সম্প্রদায়ের একজন লোকের সমালোচনা করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে, সে যেন তাহাকে সহস্র টাকা কৰ্জ্জ দেয়। ইহাতে সে ব্যক্তি বলিয়াছিল, তুমি আমার নিকট সাক্ষীগণের আনয়ন কর, যেন আমি তাহাদিগকে সাক্ষী রাখিতে পারি। ইহাতে প্রথম ব্যক্তি বলিল, আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট সাক্ষী। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট জামিন আনয়ন কর। প্রথম ব্যক্তি বলিল, আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট জামিন। দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল, তুমি সত্য বলিয়াছ। তখন সে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে সহস্র টাকা প্রদান করিল। তৎপরে প্রথম ব্যক্তি সমুদ্রের পথে বাহির হইল, নিজের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া একখানা নৌকা চেষ্টা করিল—যেন উহার উপর আরোহণ করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট মিয়াদে উক্ত মহাজনের নিকট উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু সে নৌকা প্রাপ্ত না হইয়া একখানা কাষ্ঠ লইয়া উহা ছিদ্র করিল এবং উহার মধ্যে সহস্র দীনার এবং তাহার মহাজনের নামে লিখিত পত্র স্থাপন করিয়া উহার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিল। তৎপরে সে উক্ত কাষ্ঠ লইয়া সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, হে খোদা, তুমি জান, নিশ্চয় আমি অমুকের নিকট হইতে সহস্র দীনারকর্জ্জ লইয়াছি, সে ব্যক্তি আমার নিকট জামিন চাহিয়ছিল, আমি বলিয়াছিলাম, আল্লাহতায়ালা যথেষ্ট জামিন। ইহাতে সে রাজি হইয়াছিল। আমি তাহার প্রদত্ত টাকা গুলি তাহার নিকট প্রেরণ করার জন্য নৌকা পাওয়ার জন্য সাধ্য-সাধনা করিলাম, কিন্তু উহাতে সক্ষম হই নাই। নিশ্চয় আমি উক্ত দীনারগুলির তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম, তৎপরে সে তৎসমস্ত সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, এমন কি সেগুলি উহার মধ্যে ডুবিয়া গেল। তৎপরে সে প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং এমতাবস্থায় নিজের শহরে পৌছিবার জন্য নৌকা চেষ্টা করিতে লাগিল। যে ব্যক্তি তাহাকে কর্জ্জ দিয়াছিল সে ব্যক্তি বাহির হইয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

যদি কোন নৌকা লইয়া তাহার অর্থ লইয়া পৌঁছিয়া থাকে, হঠাৎ একখানা কাষ্ঠ প্রাপ্ত হ হইল—যাহার মধ্যে তাহার অর্থগুলি ছিল সে ব্যক্তি উহা নিজের পরিজনের জালানো কাষ্ঠ রূপে গ্রহণ করিল। যখন সে কাষ্ঠ খানা ফাড়িয়া ফেলিল, সে উক্ত টাকা ও পত্র প্রাপ্ত হইল। তৎপরে সে যাহাকে কর্জ্জ দিয়াছিল, সে ব্যক্তি সহস্র টাকা সমবেত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, খোদার কছম, আমি তোমার অর্থ তোমার নিকট পৌঁছাইবার জন্য অবিরত একখানা নৌকা চেষ্টা করিতে ছিলাম, কিন্তু আমি যে নৌকায় আসিয়াছি, ইহার পূর্ব্ব অন্য কোন নৌকা প্রাপ্ত হই নাই। মহাজন বলিল, তুমি কি আমার নিকট কিছু পাঠাইয়াছ ? সে ব্যক্তি বলিল, আমি তোমাকে সংবাদ প্রদান করিতেছি, এই নৌকার পুর্ব্বে আমি অন্য নৌকা প্রাপ্ত হই নাই। মহাজন বলিল, তুমি যে টাকাগুলি কাষ্ঠের মধ্যে প্রেরণ করিয়াছিলে, তাহা আল্লাহ তোমার পক্ষ হইতে আদায় করিয়া দিয়াছেন। তখন সে ব্যক্তি সত্য পথ প্রাপ্ত অবস্থায় সহস্র দ্বীনার প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

(১৩) কোরআন ছুরা মরইয়াম, পারা-১৬ ঃ—

اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا ۚ

"নিশ্চয় উক্ত (হজরত) এছমাইল (আঃ) অঙ্গীকার সত্য ছিলেন এবং তিনি রাছুল নবি ছিলেন।" মোল্লা হোছাএন কাশিফি লিখিয়াছেন, এক দিবস হজরত এছমাইল (আঃ) এক বন্ধুর সঙ্গে তাহার বাটীর দরওয়াজায় উপস্থিত হইলেন। বন্ধু বলিল, আমি গৃহের মধ্যে গিয়া জরুরি কার্য্য সমাধা করিয়া সত্তরেই প্রত্যাবর্ত্তন করিব, আপনি আবার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এস্থানে বসিয়া থাকার ওয়াদা করুন। হজরত এছমাইল (আঃ) অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিলেন। সে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া হজরত এছমাইল (আঃ) এর বিষয় বিস্মৃত হইয়া কোন জরুরী কার্য্যের জন্য অন্য পথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। তিন দিবস পরে সদর দরজায় উপস্থিত হইয়া উক্ত হজরতকে তথায় দেখিয়া বলিল, আপনি এখানে কেন বসিয়া আছেন ?

তিনি বলিলেন, ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য এস্থানে বসিয়া আছি। সে ব্যক্তি বলিল, যখন আমি উপস্থিত হইলাম না তখন আপনি কেন চলিয়া গেলেন না? তিনি বলিলেন, অঙ্গীকার করিয়া উহা ভঙ্গ করা সঙ্গত মনে করি না। যদি তুমি বহুদিবস না আসিতে, তবে আমি এস্থান ত্যাগ করিতাম না। এইহেতু খোদাতায়ালা কোরআন শরিফে তাঁহাকে অঙ্গীকারে সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

(১৪) আবু দাউদ ঃ—

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يُّبْعَثَ وَ بَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُّه' اَنْ اٰتِيَه' بِهَا فِىْ مَكَانِهٖ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلٰثٍ فَاِذَا هُوَ فِىْ مَكَانِهٖ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ اَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلٰثٍ اَنْتَظِرُكَ ☆

"আব্দুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি নবি (ছাঃ) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব্বে তাঁর নিকট হইতে (কিছু) খরিদ করিয়াছিলাম, অবশিষ্ট কিছু তাঁহার প্রাপ্য বাকি থাকিল। আমি তাঁহার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলাম যে, আমি সেই স্থানেই তাঁহাকে উহা প্রদান করিব, (হজরতকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিলাম), তৎপরে আমি উহা ভুলিয়া গেলাম, তিন দিবস পরে স্মরণ করিয়া দেখি যে, তিনি সেই স্থানেই আছেন। ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি আমাকে কষ্টে নিক্ষেপ করিয়াছ, আমি এই স্থলে তিন দিবস হইতে তোমার অপেক্ষা করিতেছি।"

(১৫) আহমদ ও বয়হকি ঃ—

اِضْمَنُوْا لِىْ سِتًّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَ اَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُّمْ وَ اَدُّوْا اِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَ احْفِظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَ غُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদের পক্ষ হইতে আমার জন্য ছয়টি বিষয় জামিন হও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের জামিন হইব। যখন তোমরা কথা বল—সত্য বল, যখন তোমরা ওয়াদা কর-পূর্ণ কর, যখন তোমাদের নিকট গচ্ছিত রাখা হয়—তোমরা উহা মালিককে প্রদান কর, তোমরা তোমাদের গুপ্তাঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ কর, তোমরা তোমাদের চক্ষুকে কু—দৃষ্টি হইতে রক্ষা কর এবং তোমরা তোমাদের হস্তগুলিকে সাবধানে রাখ।"

সপ্তম ওয়াজ

ব্যঙ্গোক্তি ও ঘৃণা করা

(১) ছুরা হোজোরাত, পারা-২৬ ঃ—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ, এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি না করে, হইতে পারে যে, ইহারা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হয় এবং এক শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা যেন অন্য শ্রেণীর উপর (বিদ্রূপ না করে) হইতে পারে যে ইহারা তাহাদের অপেক্ষা উত্তম হয়। আর তোমরা একে অন্যের নিন্দাবাদ করিও না এবং (লোককে) তোমরা মন্দ উপাধিতে ডাকিও না, ইমানের পরে কুনাম অতি মন্দ, আর যে ব্যক্তি তওবা না করে, তাহারাই অত্যাচারি।"

তফছিরে, জালালাএনে আছে ঃ—

তমিম সম্প্রদায়ের আগন্তুকেরা আম্মার, ছোহাএবের ন্যায় দরিদ্র মুছলমানদিগের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি করায় উক্ত আয়ত নাজিল হইয়াছিল।"

তফছিরে-বয়জবিতে আছে ঃ—

"হজরত বিবি ছফিয়া বেন্তে হোয়াই (রাঃ) তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অন্যান্য বিবিরা আমাকে দুই য়িহুদীর কন্যা য়িহুদী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, তুমি কেন বলিলে না যে, আমার পিতা হারুন, আমার চাচা মুছা এবং আমার স্বামী হজরত খাতেমোন্নবিয়িন। সেই সময় উক্ত আয়ত নাজিল হয়।"

(২) উক্ত ছুরা (ছুরা হুজরাত) পারা-২৬ ঃ—

يَـٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ

"হে লোক সকল নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ (আদম) ও একজন স্ত্রী (হাওয়া) হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে এই হেতু সম্প্রদায় সম্প্রদায় ও শ্রেণী শ্রেণী করিয়াছি, যে একে অন্যকে চিনিতে পারিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালার নিকট তোমাদের মধ্যে সমধিক পরহেজগার ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সমধিক বোজর্গ হইবে।"

কামালাএনে লিখিত আছে ঃ—

এবনোল-মোঞ্জের ও বয়হকি উল্লেখ করিয়াছেন, মক্কা শরিফ জয় হওয়ার দিবসে হজরত বোলাল (রাঃ) কা'বা শরিফের ছাদের উপর উঠিয়া আজান দিয়াছিলেন, ইহাতে কেহ বলিয়াছিল, একজন কাল বর্ণের গোলাম কা'বা শরিফের ছাদের উপর কেন আজান দিতেছে ? সেই সময় উক্ত আয়াত নাজিল হয়।

(৩) ছুরা তৎফিফ, পারা-৩০ ঃ—

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
يَضْحَكُوْنَ ۝ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝ وَاِذَا
انْقَلَبُوْٓا اِلٰٓى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝ وَاِذَا
رَاَوْهُمْ قَالُوْٓا اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝ وَمَآ اُرْسِلُوْا
عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝ فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ
يَضْحَكُوْنَ ۝ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝

"নিশ্চয় যাহারা গোনাহগার হইয়াছে, তাহাদের ঈমানদারগণের প্রতি হাস্য করিত, আর তাহারা যে সময় তাহাদের নিকট গমন করিত, ভ্রূ-ভঙ্গি করিত, আর যে সময় তাহারা তাহাদের পরিজনের নিকট [illegible]বর্ত্তন করিত, তখন বিদ্রূপ করিতে করিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। আর যে সময় তাহারা উক্ত ঈমানদারদিগের দেখিয়া বলে, নিশ্চয়ই ইহারা ভ্রান্ত। (আল্লাহ বলেন), উক্ত কাফেরেরা তাহাদের উপর রক্ষকরূপে প্রেরিত হয় নাই। অনন্তর অদ্য ঈমানদারেরা কাফেরদের উপর হাস্য করিতেছে। সিংহাসনের উপর নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমাম গাজ্জালি উক্ত আয়তের তফছিরে লিখিয়াছেন ঃ—

"যাহারা মুছলমানদিগের উপর ব্যাঙ্গোক্তি ও বিদ্রূপ করে,

কেয়ামতে তাঁহাদের জন্য বেহেশতের প্রথম দ্বার উদঘাটন করা হইবে, তৎপরে তাহাদিগকে বলা হইবে যে, তোমরা বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ কর। যখন তাহারা উক্ত দ্বারের অতি সন্নিকট হইবে, তখন উক্ত দ্বার রুদ্ধ করা হইবে। পুনরায় দ্বিতীয় দ্বার তাহাদের জন্য উদঘাটন করিয়া তাহাদিগকে বেহেশতের মধ্যে প্রবেশ করিতে বলা হইবে এবং পরক্ষণেই উহা বন্ধ করা হইবে। এইরূপ প্রত্যেক দ্বারের অবস্থা হইবে। তখন তাহারা বলিবে হে খোদাতায়ালা ! কি জন্য এইরূপ হইল ? তদুত্তরে তিনি বলিবেন, যেমন তোমরা পৃথিবীতে মুছলমানদিগের উপর বিদ্রূপ করিয়াছিলে, তেমনি কেয়ামতে আমি তোমাদের সহিত বিদ্রূপ করিলাম।

(৪) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اَلْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَ غَمْطُ النَّاسِ

"হজরত বলিয়াছেন, সত্য অমান্য করা ও লোকদিগকে হেয় জ্ঞান করাকেই অহঙ্কার বলা হয়।"

(৫) ছহিহ মোছলেম ঃ—

بِحَسْبِ امْرَىٍٔ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يُّحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ

"হজরত বলিয়াছেন, এক ব্যক্তির মন্দ হওয়ার যথেষ্ট (লক্ষণ) এই যে, সে নিজের মুছলমান ভাইকে ঘৃণা করে।

(৬) কোর-আন ঃ—

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ

مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا ☆

"এবং যাহারা ঈমানদার পুরুষদিগকে এবং ঈমানদার

স্ত্রীলোকদিগকে তাহাদের গোনাহ না করা সত্ত্বেও কষ্ট দেয়, নিশ্চয় তাহার অপবাদ এবং প্রকাশ্য গোনাহ বহন করিল।

(৭) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ اَلطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَ النِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, লোকের মধ্যে দুইটি স্বভাব আছে,—উভয়টি তাহাদের মধ্যে কোফর। (১) বংশের নিন্দা (২) মৃতের জন্য উচ্চ শব্দে ক্রন্দন।"

(৮) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اَرْبَعٌ فِىْ اُمَّتِىْ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ اَلْفَخْرُ فِى الْاَحْسَابِ وَ الطَّعْنُ فِى الْاَنْسَابِ وَ الْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَ النِّيَاحَةُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, আমার উম্মতের মধ্যে চারিটি রীতি জাহেলিয়াতের কার্য্য, তাহারা উহা ত্যাগ করিবে না।

(১) গুণাবলীর গৌরব করা, (২) বংশগুলির নিন্দা করা, (৩) নক্ষত্র-মালা কর্ত্তৃক বারিপ্রাতের আশা করা, (৪) মৃতের জন উচ্চ শব্দে ক্রন্দন করা।"

(৯) তেরমেজি ও বয়হকি ঃ—

اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ وَ اَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ

اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَ اِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَ اَبْعَدَ كُمْ

مِنِّىْ مُسَاوِيُكُمْ اَخْلَاقًا اَلثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ

الْمُتَفَيْهِقُوْنَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় কেয়ামতের দিবস তোমাদের মধ্যে আমার সমধিক প্রিয়পাত্র ও সমধিক নিকটবর্ত্তী তোমাদের মধ্যে সমধিক সদগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা হইবে। আর নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার সমধিক বিদ্বেষভাজন ও সমধিক দূরবর্ত্তী তোমাদের মধ্যে অসৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তিরা হইবে—যাহারা বহু বাক্যব্যয়ী, বহু ভক্ষণকারী, মুখের দ্বারা বিদ্রূপকারী ও অহঙ্কারী (অসৎ স্বভাব সম্পন্ন)।"

অষ্টম ওয়াজ

জিহ্বার অন্যান্য দোষ

(১) ছহিহ মোছলেম ঃ—

اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমরা অতিরিক্ত প্রশংসাকারিদিগকে দেখিবে, তখন তোমরা তাহাদের চেহারা সমূহে মৃত্তিকা নিক্ষেপ কর।"

মোল্লা আলি কারি বলিয়াছেন, লোকের সাক্ষাতে প্রহংসা করিলে, তাহার নফছ আত্ম-গরিমায় মত্ত হইয়া পড়ে, কাজেই এইরূপ প্রশংসাকারী নিন্দাবাদ এই হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে।

(২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رُجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ وَ يْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلاثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلَانًا وَ اللّٰهِ حَسِيْبُه' اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهُ كَذٰلِكَ وَ لَا يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا ☆

"এক ব্যক্তি নবি (ছাঃ) এর নিকট অন্য এক ব্যক্তির প্রশংসা করিয়াছিল, ইহাতে হজরত তিনবার বলিলেন, তোমার জন্য আক্ষেপ।

তুমি তোমার ভ্রাতার গলদেশ কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে। তোমাদের মধ্যে কেহ অগত্যা প্রশংসা করিতে চাহিলে, যেন বলে, আমি অমুককে এইরূপ ধারণা করি—যদি সে তাহাকে ঐরূপ বলিয়া ধারণা করে। আল্লাহ তাহার হিসাবকারী (প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত) এবং আল্লাহতায়ালার নিকট কাহারও ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতার কথা প্রকাশ করিবে না।"

কেহ কাহারও সাক্ষাতে তাহার প্রশংসা করিলে সে আত্মগরিমায় মত্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য তাহার গলা কর্ত্তন করার কথা বলা হইয়াছে।

নিশ্চিতরূপে লোকের ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতা অবগত হওয়া আল্লাহতায়ালার বিশিষ্ট এলম, এই হেতু নিশ্চিতরূপে কাহারও গুণাবলীর প্রশংসা করিলে, যেন আল্লাহতায়ালার এল্‌মের উপর নিজের অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে প্রবল করা হয়, এই হেতু হজরত উহা নিষেধ করিয়াছেন।

(৩) বয়হকি ঃ—

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَ اهْتَزَّ لَهٗ الْعَرْشُ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যখন কোন অসৎ লোকের প্রশংসা করা হয় তখন আল্লাহতায়ালা (প্রশংসাকারীর উপর) ক্রোধান্বিত হন, এবং ইহার জন্য আরশ বিকম্পিত হয়।"

বদ লোককে প্রশংসা করিলে, আল্লাহতায়ালা যে কার্য্যে নারাজ তাহাতে রাজি হওয়া প্রতিপন্ন হয় এবং আল্লাহতায়ালার হারামকে যেন হালাল জানা হয়, ইহা প্রায় কাফেরী। ইহা বর্ত্তমানের কতক আলেম, কবি ও দরবেশের পক্ষে সংক্রামক ব্যাধির তুল্য হইয়াছে উপরোক্ত কার্য্যে খোদার কোপ অবতীর্ণ ও আরশের কম্পন উপস্থিত হয়।

(৪) আহমদ ঃ —

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَاْ كُلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَاْ كُلُ الْبَقَرَةُ بِاَلْسِنَتِهَا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামত উপস্থিত হইবে না—যতক্ষণ (না) এরূপ একদল লোক বাহির হয় যে, তাহারা নিজেদের রসনা দ্বারা ভক্ষণ করিবে, যেরূপ গোসকল নিজেদের জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করিয়া থাকে।"

যে কবিরা লোকদিগের অযথা প্রশংসা অথবা অযথা অপবাদ করিয়া কিম্বা শব্দ বিন্যাস ও ভাষার লালিত্য বলে লোকদের মন আকর্ষণ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাহাদের নিন্দাবাদ এই হাদিছে উল্লিখিত হইয়াছে।

(৫) আবুদাউদ ঃ—

مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِىَ بِهٖ قُلُوْبَ الرِّجَالِ لَمْ يَقْبَلَ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَرْفًا وَ لَا عَدْلًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি এই হেতু শব্দ সুবিন্যাস্ত ও ভাষা লালিত্য পূর্ণ করা শিক্ষা করিয়াছে যে, তদ্দ্বারা লোকদিগের মন আকৃষ্ট করে, খোদা কেয়ামতে তাহার নফল ও ফরজ এবাদত কবুল করিবেন না।

(৬) ছহিহ মোছলেম ঃ— هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ

"হজরত বলিয়াছেন, যে বক্তারা অতিরঞ্জিতভাবে বক্তৃতা করে কিম্বা অনর্থক কথা বলে, তাহারা বিনষ্ট হউক।"

(৭) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ঃ—

لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَّرِيْهِ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا ☆

"হজরত বলিয়াছেন, কোন ব্যক্তির উদর কবিতা দ্বারা পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা উহা এরূপ পূঁজে পরিপূর্ণ হওয়া উত্তম যাহা উহা বিনষ্ট করিয়া ফেলে।"

"যে ব্যক্তি কোর-আন, এলম-দ্বীন ও খোদার জেকর ত্যাগ করিয়া কবিতা রচনায় জীবন অতিবাহিত করে, তাহার সম্বন্ধে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে।

(৮) দারকুৎনি ও শাফিয়ি ঃ—

ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
الشِّعْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ هُوَ
كَلَامٌ فَحَسَنُهٗ حَسَنٌ وَ قَبِيْحُهٗ قَبِيْحٌ ☆

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট কবিতার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল, ইহাতে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছিলেন, কবিতা এরূপ কালাম যে, উহার উৎকৃষ্ট অংশ উৎকৃষ্ট এবং উহার মন্দ অংশ মন্দ।

(৯) আহমদ, আবুদাউদ ও তেরমেজি ঃ—

وَيْلٌ لِّمَنْ يُّحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ
الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهٗ وَيْلٌ لَّهٗ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে এই উদ্দেশ্য যে লোকদিগকে হাঁসাইবে, তাহার জন্য আক্ষেপ, সে ধ্বংস হউক তাহার উপর ধিক্ ?"

(১০) বয়হকি ঃ—

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُوْلُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُوْلُهَا اِلَّا لِيَضْحَكَ يَهْوِىْ بِهَا اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَ اِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ اَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ

"নিশ্চয় বান্দা একটি কথা বলে, লোকদিগকে হাঁসাইবার উদ্দেশ্য ব্যতীত উহা বলে না, সে ব্যক্তি উক্ত কথার জন্য আছমান ও জমিনের মধ্যস্থিত দূরত্ব অপেক্ষা সমধিক নিম্নস্তরে পতিত হয়। নিশ্চয় তাহার পদস্খলন অপেক্ষা তাহার মুখ নিসৃত দোষ গুরুতর।"

(১১) বয়হকি ও রজিন ঃ—

اِيَّاكُمْ وَ لُحُوْنَ اَهْلِ الْعِشْقِ وَ لُحُوْنَ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَ سَيَجِىْءُ بَعْدِىْ قَوْمٌ يُرَجِّعُوْنَ بِالْقُرْاٰنِ تَرْجِيْعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَفْتُوْنَةٌ قُلُوْبُهُمْ وَقُلُوْبُ الَّذِيْنَ يُعْجِبُهُمْ شَانُهُمْ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা প্রেমিক ও য়িহুদী খৃষ্টানদিগের সুর হইতে পরহেজ কর। আর অচিরে আমার পরে একদল লোক আসিবে— যাহারা সঙ্গীত ও মৃতের ক্রন্দন ধ্বনির ন্যায় কোর-আন পাঠে আওয়াজ ঘুরাইবে, কোর-আন তাহাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করিবে না। তাহাদের হৃদয় এবং যাহারা তাহাদের কার্য্য পছন্দ করে, তাহাদের হৃদয় কলুষিত হইবে।"

(১২) বয়হকি ঃ—

يَاْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِىْ مَسَاجِدِهِمْ فِىْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ ☆

"হজ্জরত বলিয়াছেন, লোকদিগের উপর এক জামানা উপস্থিত হইবে—তাহাদের মজজিদে তাহাদের কথাবার্ত্তা তাহাদের দুনইয়া সম্বন্ধীয় হইবে, কাজেই তোমরা তাহাদের নিকট বসিও না, কেননা আল্লাহতায়ালার পক্ষে তাহাদের (এবাদতের) কোন দরকার নাই।"

ইহাতে মছজিদে দুন্ইয়ার কথার নিন্দাবাদ করা হইয়াছে।

(১৩) আবুদাউদ ও তেরমেজি ঃ—

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) মছজিদে কবিতা পাঠ করিতে এবং উহার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১৪) কোর-আন ছুরা মো'মেনুন, পারা-১৮ ঃ—

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ

" যে ঈমানদারেরা নিজেদের নামাজে বিনম্র হয় এবং বাতীল কথা হইতে বিরত থাকে, নিশ্চয় তাহারা মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।"

(১৫) মালেক, আহমদ, এবনো-মাজা ও তেরমেজি ঃ—

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَالَا يَعْنِيْهِ

"হজরত বলিয়াছেন, মনুষ্যের ইছলামের সৌন্দর্য্যের (লক্ষণ) এই যে, যাহা তাহার পক্ষে ফলদায়ক না হয়, সে তাহা ত্যাগ করে।"

(১৬) তেরমেজি ঃ—

تُوَفِّیَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَا بَةِ فَقَالَ رَجُلٌ اَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوَلَاتَدْرِیْ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ اَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهٗ ☆

"একজন ছাহাবা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহাতে এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, তুমি বেহেশতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, তৎশ্রবণে হজরত বলিয়াছিলেন তুমি (সু-সংবাদ প্রদান করিতেছ), অথচ তুমি জান না, সম্ভব যে যাহা তাহার পক্ষে ফলদায়ক না হয়, সে এইরূপ কথা বলিয়াছে, কিম্বা যাহা তাহাকে হ্রাস করিবে না, সে এইরূপ বিষয় (দান করিতে) কৃপণতা করিয়াছে।"

(১৭) ছহিহ বোখারি ঃ—

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَ الْعَمَلَ بِهٖ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ اَنْ يَّدَعَ طَعَامَهٗ وَ شَرَابَهٗ ☆

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি বাতীল কথা এবং উহার প্রতি আমল করা ত্যাগ করিল না, সে যে (রোজাতে) নিজের খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করিবে, আল্লাহতায়ালার পক্ষে ইহার কোন আবশ্যকতা নাই।"

সমাপ্ত